Approved by the Text-Book Committee.

কবিতাগুচ্ছ

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ,

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত", "বাতায়ন",
"কাব্যপরিক্রমা", "রবীন্দ্রনাথ", প্রভৃতি
গ্রন্থের প্রণেতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৯১৯

মূল্য ৸৵ দশ আনা।

Printed and published by J. C. Ghosh at the Cotton Press,
57, Harrison Road, Calcutta,
for Messrs S. K. Lahiri & Co.—8-2-10—XX.

নিবেদন

বহুকালযাবৎ বঙ্গীয় প্রাচীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্য হইতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কতকগুলি কবিতা চয়ন করিয়া একখানি সংগ্রহপুস্তক প্রকাশ করিব, এইরূপ ইচ্ছা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় এতদিনে আমার সেই বহুকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইল; এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"কবিতাকুঞ্জ", "কবিতারত্নাবলী" প্রভৃতি, এই শ্রেণীর কয়েকটী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে বলিতে পারি না, ঐ সকল পুস্তকে নির্ব্বাচিত কবিতাগুলি যে কেবল সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থলে কবির ব্যবহৃত ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ কবিতার অনেকগুলি চরণ এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, মূলের সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্বন্ধই নাই। ইংরাজিসাহিত্যে যাঁহারা কবিতার চয়নকর্ত্তা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, যথা প্যালগ্রেভ বা

ম্যাথু আরনল্ড, বা কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোর প্রভৃতি—তাঁহারা কবিতাকে সংক্ষিপ্ত করিলেও কবির ভাষার উপর কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। বরং কোন কবিতার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ থাকিলে, তাঁহারা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। কারণ, কবিতার ভাষা বিকৃত হইলে কবিত্বের স্বাদই বিকৃত হয়; কবিতার ভাষা রসাত্মক ভাষা বলিয়া তাহা যে কোন লোকের দ্বারাই রচিত হইতে পারে না। প্রত্যেক কবিরই রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য আছে; কবিতার ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং ভাষার উপর হস্তক্ষেপ কখনই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না।

দুইটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'স্বভাবের শোভা' নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় দুইটি ছত্র আছে :—

"সামান্য তরুর পাতা করি দরশন
মুহুর্মুহুঃ পুলকাশ্রু করে বরিষণ।"

'কবিতাকুঞ্জে'র সংগ্রহকর্ত্তা উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন এইরূপ :—

সামান্য তরুর পাতা করি দরশন
চারু কারুকার্য্যে তাঁরা বিমোহিত হন্।

শেষ ছত্রটি 'কবিতাকুঞ্জে'র সংগ্রহকর্ত্তার রচনা।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি'

কবিতাটী বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট সুপরিচিত।

তাহার কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

"তবে যদি দয়া কর ভুল দোষ গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।"

'কবিতাকুঞ্জে'র সংগ্রহকর্ত্তা কবিতাটী প্রকাশিত করিবার সময় ঐ দুইটী ছত্রে নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন :—

তবে যদি দয়া কর ভুল দোষ গুণ ধর
ভাসি যেন স্মৃতি জলে, দেহ বর সুবরদে।

কোন কবির প্রতি ইহার চেয়ে অত্যাচার আর কিছুই হইতে পারে না। কেবল 'কবিতাকুঞ্জ' নহে, ঐ শ্রেণীর যতগুলি সংগ্রহ-পুস্তক আমার চোখে পড়িয়াছে, সকল পুস্তকেই এইরূপ ভাষার উপর হস্তক্ষেপের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইয়াছি।

কবিতাগুচ্ছে কোন কোন কবিতা প্রয়োজনবশতঃ সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করি নাই।

সাহিত্যরসিক মাথু আরনল্ড কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা চয়ন করিবার কালে যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই পুস্তকে

সেই শ্রেণীবিভাগই অবলম্বন করিয়াছি। কথা-কবিতা (Narrative Poems), পৌরাণিক-কবিতা (Poems relating to the Antique), গীতি-কবিতা (Lyrical Poems), নীতি-কবিতা (Didactic Poems), এই চারিটী বিভাগ বর্ত্তমান পুস্তকে আছে। Odes (আবাহন-কবিতা) বা Elegiac Poems (প্রশস্তি-কবিতা)—এ পুস্তকে নির্ব্বাচিত হয় নাই। কারণ, বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে ঐ শ্রেণীর কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গীয় সকল উৎকৃষ্ট কবির কবিতা হইতে কবিতা চয়ন করিবার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। ভরসা করি এই গ্রন্থের দোষ ত্রুটি সহৃদয় পাঠক ও বিচারকগণ ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথা-কবিতা—	
সিদ্ধার্থের দয়া	৩
মস্তক বিক্রয়	৫
জলঝড়ে	১০
নগরলক্ষ্মী	১৫
করুণাময়ী	১৮
সন্তানক	২১
চৈতন্যের সন্ন্যাস	২৪
বুদ্ধের উপদেশ	২৮
স্পর্শমণি	৩১
পৌরাণিক-কবিতা—	
অন্নদার আত্মপরিচয়	৩৭
হরপার্ব্বতীর গৃহস্থ অবস্থা	৪০
রাম ও সীতার বনে গমনোদ্যোগ	৪৩
যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সম্বাদ	৫২

অশোক বনে হনূমানের সীতা দর্শন ...	৫৮
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর	৬২
সীতা ও সরমার কথোপকথন	৬৯
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি	৭৮
লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল	৮২
বৃত্র সংহার	৯০
কুরুক্ষেত্রে	৯৭

গীতি-কবিতা—

গোচারণ	১০৩
গোষ্ঠলীলা	১০৪
মগরা নদীতে ঝড় বৃষ্টি	১০৫
জননী কর্তৃক শিশুর রোদন শান্তি	১০৬
শ্রীচৈতন্যের শৈশব	১০৭
কৈলাস-গিরি	১০৮
গৌরীর রূপ	১১০
যক্ষের আলয়	১১১
বসন্ত	১১৩
বঙ্গে শরৎ	১১৪
নিদাঘ-নিশীথ ভ্রমণ	১১৭
বঙ্গভূমির প্রতি	১২৩

মা আমার	১২৪
আশা-কানন	১২৫
রজনীতে পর্য্যটন	১২৯
আকাশ	১৩১
কপোতাক্ষ	১৩২
বসন্তে একটী পাখীর প্রতি	১৩৩
গ্রাম্যপথ	১৩৪
কৌমুদী	১৩৬
বাসন্তী-পূর্ণিমা	১৩৮
কাঙ্গালিনী	১৪০
আষাঢ়	১৪৩
সায়ংকাল	১৪৬
যমুনাতটে	১৪৭
প্রভাত-চাতক	১৪৯
রামধনু	১৫৩
কবিতা	১৫৪
শারদীয় বোধন	১৫৫
আশ্বিন মাস	১৫৬
বিজয়া দশমী	১৫৭
সূর্য্য	১৫৮
সূর্য্য	১৫৯

নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির ১৬২
নবদ্বীপ ১৬৩
গার্হস্থ্য চিত্র ১৬৬
বটবৃক্ষ ১৬৭
রাণীর যোড়হাত ১৬৮
রাঙা চুড়ী ১৭০
শ্রাবণে ১৭২

নীতি-কবিতা।—

মানুষ কে ? ১৭৭
আত্মপ্রতি দৃষ্টি ১৭৯
কুক্কুট ও মণি ১৮০
বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল ১৮১
রূপ ও গুণ ১৮২
নীতিকুসুমাঞ্জলী ১৮২
রসাল ও স্বর্ণলতিকা ১৮৩
সাধক ১৮৫
নম্রতা ১৯০
শক্তের ক্ষমা ১৯২
টীকা ১৯৩

কথা-কবিতা

কবিতাগুচ্ছ

সিদ্ধার্থের দয়া

এক দিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন ;
শুভ্র মেঘখণ্ড মত রাজহংস শত শত,
আনন্দলহরী-পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে,
একটী কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শর, লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।

কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি' ক্ষুদ্র মুখ পানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণার! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান!
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া কিবা,
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ!
আসি' দেবদত্ত কহে,— "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিল ধীরে,— "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি, ভাই, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র-বলে,
যে দেয় জীবন তা'রে, সে কি'তারে পাইবে না?
হত নহে এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই! আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল!
তোমারোত আছে প্রাণ; পাখীটার ক্ষুদ্র প্রাণে,
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম?
লও তুমি শাক্য-রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা;
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্রে দেবদত্ত, স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্ত্তি করুণার!

ফিরিল নীরবে গৃহে ;   উড়িল মরাল শূন্যে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

নবীনচন্দ্র

মস্তক-বিক্রয়

কোশল নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণঠাঁই
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশিরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে ;—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড় করি মানে।
আমার হ'তে যার আসন নীচে
তাহার দান হ'ল বেশি !
ধর্ম্ম দয়ামায়া সকলি মিছে
এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা, "সেনাপতি, ধর কৃপাণ,
সৈন্য কর সব জড়।

আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে বড় ।”

চলিল কাশিরাজ যুদ্ধসাজে,—
কোশলরাজ হারি’ রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে ।

কাশীর রাজা হাসি’ কহে তখন
আপন সভাসদ মাঝে—
“ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে ।”

সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে !
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্ম্মের পানে !”

“আমরা হইলাম পিতৃহারা”—
কাঁদিয়া কহে দশদিক্—
“সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্ !”

শুনিয়া কাশিরাজ উঠিল রাগি'
"নগরে কেন এত শোক !
আমি ত আছি তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক ।
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয় !
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এই মত কয় ।
মন্ত্রি, রটি' দাও নগর মাঝে
ঘোষণা কর চারিধারে—
যে ধরি' আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে ।"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী—
রটনা করে দিনরাত ।
যে শোনে, আঁখি মুদি' রসনা কাটি'
শিহরি কাণে দেয় হাত ।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীনবেশে ।

পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,—
"কোথাগো বনবাসী বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে ?"
পথিক কহে, "আমি বণিক জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি'
কেমনে রব প্রাণ ধরি !
করুণা-পারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারিধারে,
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরই দ্বারে !"
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি—
"পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।

এসেছ বহুদুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"
বসিয়া কাশিরাজ সভার মাঝে ;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে ?"
নৃপতি শুধাইল হেসে।
"কোশলরাজ আমি, বন-ভবন,"
কহিলা বনবাসী ধীরে,—
"আমারে ধরা পেলে যা'দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথীটিরে !"
উঠিল চমকি সভার লোকে,
নীরব হ'ল গৃহতল,
বর্ম্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে—"ওহে বন্দি,
মরিয়া হবে জয়ী আমার পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি।
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে.

রাজ্য ফিরি দিব, হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।”
জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে
বসাল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি’ দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে।

রবীন্দ্রনাথ

৭

জলঝড়ে

“কে তোরা ডাকিস দ্বারে হেন বার বার”
জিজ্ঞাসে গৃহস্থ এক গৃহমধ্য হ’তে ;
অমনি শিশুর স্বর উঠিল আবার
“দ্বার খোল, দ্বার খোল, পারিনা দাঁড়াতে।”

দ্বার খুলে দেখে দুটী শিশু অসহায়,
জলে ভিজে শীতে কাঁপে দাঁড়াতে না পারে ;
শত কুটী ছিন্নবস্ত্র তাহাদের গায়,
শুকায়েছে মুখ দুটী যেন অনাহারে।

'কার ছেলে তোমরা হায় এ ঘোর আঁধারে,
কাঁপিয়া অনাথা প্রায় দাঁড়ায়ে এখানে ?
কোথায় তোদের ঘর চাস্ তোরা কারে ?
বল্ লোক দিয়ে আমি পাঠাই সেখানে।'

দয়ালু গৃহস্থ সে যে, কাঁদিল পরাণ,
দেখিয়া তাদের মুখ ; একটী বালিকা,
বয়ঃক্রম বুঝি সাত ; অপর সন্তান,
চারি বৎসরের ছেলে, কমল কলিকা।

"হায়রে কাদের ছেলে এমন সুন্দর,
পথের ভিখারী ক'রে কে দিল ছাড়িয়া !
আয় আয় ঘরে আয় বস্ত্র দিই পর" ;
বলিয়া গৃহস্থ উঠে লইল ডাকিয়া।

শিশু দুটী বস্ত্র পেয়ে শীত নিবারিল ;
গৃহস্থের কন্যাগণ চৌদিকে ঘেরিয়া
জিজ্ঞাসে ; কন্যাটি দুঃখে ফুলিতে লাগিল ;
ছেলেটি ভুলিল আহা আহার পাইয়া।

কন্যা বলে "ওগো মাতা পড়িয়া শয্যায়,
ও পাড়ায় গিয়াছিনু ঔষধের তরে ;

না হ'লো ঔষধ, পথ ভুলিয়া হেথায়
এসেছি কিরূপে পুনঃ ফিরে যাই ঘরে? ২৮

"জননী বিধবা নন্ কিন্তু পিতা মোর
বড়ই মাতাল, আজ দুই মাস হ'লো,
কোথায় গেছেন,—রাত্রি ক্রমে হ'লো ঘোর,
পায়ে পড়ি মা'র কাছে কিসে যাই বলো। ৩২

"থাক্‌গো খাবার হায় বুঝি মা আমার
এতক্ষণে একা প'ড়ে জলে ঝড়ে মরে!
এই দুটী ভিন্ন মার কেহ নাই আর,
উঠিবার শক্তি নাই, কেবা তাঁকে ধরে। ৩৬

"ওগো মোরা ভিক্ষু নহি, কায়স্থের ঘরে
জন্মিয়াছি, কিন্তু আছি হাড়ির সমান;
হায়গো দুঃখের কথা, পিতার অন্তরে,
দয়ামায়া নাই, মদে করেছে পাষাণ। ৪০

"পায়ে ধরি কথা থাক্ দাও পথ ব'লে,
মা আমার এতক্ষণে বুঝি মারা যায়;
বলিতেছ ঘরে যাস্ রাত পোহাইলে,
মাকে যে দেখিতে আর পাবনাকো হায়।" ৪৪

বলিয়া বালিকা কেঁদে অধীর হইল ;
গৃহস্থ সান্ত্বনা করে আশ্বাস বচনে ;
অবশেষে দুইজনে সঙ্গেতে লইল,
সেই রাত্রি যায় লয়ে তাদের ভবনে।

তারাও বাহির হ'ল অমনি গগনে
ঘর্ঘর মেঘের ধ্বনি গরজে হুঙ্কার ;
গুম্‌গুম্ রবে বায়ু কাঁপায় ভুবনে
ঝম্‌ঝম্ রবে বৃষ্টি মুষলের ধার।

সেই ঝড়ে সেই জলে গৃহস্থ সুজন,
ছেলেটিরে কো[illegible]য়ে হাতাড়িয়া যায় ;
কন্যাটি কাপড় ধ'রে কাঁপে ঘন ঘন,
প্রতিপদে খানাখন্দে প'ড়ে প'ড়ে যায়।

হাতাড়ে হাতাড়ে শেষে আসিয়া পৌছিল ;
হায়রে সে ঘর কবি বর্ণিবে কেমনে ?
দেখিয়া গৃহস্থ মনে কতই কাঁদিল ;
আঁধারে গোঙায় মাতা শুনিল শ্রবণে।

ছেলে দুটি নিরুদ্দেশে মা মা ব'লে ডাকে
"এসেছ মা" ব'লে, ক্ষীণস্বরে উত্তরিল ;

কন্যাটি হাতাড়ি শেষে স্পর্শ করে মাকে
'এখনো আছিস মা রে' বলিয়া কাঁদিল।

প্রদীপ জ্বালিল, সে কি দৃশ্য ভয়ঙ্কর
গৃহস্থের চক্ষে মরি প্রকাশিত হয়।
দ্বার কি গবাক্ষ হীন শতছিদ্র ঘর,
কাঁপিছে রমণী, ঘর জলে জলময়।

সন্তান দুটীকে দেখে মাতার নয়নে
বহিল জলের ধারা, গড়াবে কি হায়।
রহিল চক্ষের জল সেই চক্ষু সনে,
কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু শবাস্থির প্রায়।

কন্যার নিকট তাঁর পেয়ে পরিচয়,
রমণী কাঁদিল কত কৃতজ্ঞতা ভরে ;
হৃদয়ের কথা তার প্রকাশ না হয়,
বোধ হয় এই কথা বলিল অন্তরে—

'কে তুমি ধার্ম্মিকবর গৃহস্থ সুজন,
এত অনুগ্রহ কেন কাঙ্গালের প্রতি ?
এই ঝড়ে এ আঁধারে ছাড়িয়া ভবন,
আসিয়াছ কাঙ্গালের দেখিতে বসতি।

'বড় হয়ে কাঙালের ছেলে কোলে করি
এই রাত্রে আসিয়াছ, আমি অভাগিনী
সাধ্য নাই মনোভাব বলি ব্যক্ত করি
বসিতে আসন দিতে নারে কাঙালিনী।

'অধিক বিলম্ব নাই আয়ু অন্তপ্রায়
বলিবার সাধ্য হ'লে ওচরণে ধ'রে
বলিতাম, সাধুবর দিলাম তোমায়,
হৃদয়ের ধন দুটী দেখো দয়া ক'রে।'

শিবনাথ

নগর-লক্ষ্মী

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?

শুনি' তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।

কহিল সে কর যুড়ি   'ক্ষুধার্ত্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী!'

কহিল সামন্ত জয়সেন—
'যে আদেশ প্রভু করিছেন,
তাহা লইতাম শিরে   যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ,
মোর ঘরে অন্ন নাই আজ!'

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল,
'কি কব, এমন দগ্ধ ভাল,—
আমার সোণার ক্ষেত   শুষিছে অজন্মা প্রেত
রাজ-কর যোগান কঠিন;
হয়েছি অক্ষম দীনহীন!'

রহে সবে পরস্পর চাহি,
কাহার' উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক্ সে সভা-ঘরে   ব্যথিত নগরী' পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যা-তারা সম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্ত-ভাল লাজ-নম্র শিরে
অনাথ-পিণ্ডদ-সুতা   বেদনায় অশ্রু-প্লুতা
বুদ্ধের চরণ-রেণু ল'য়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে,—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যাঁরা খাদ্য হারা   আমার সন্তান তারা;
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষু-কন্যা তুমি ভিখারিণী—
কোন্ অহঙ্কারে মাতি   লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু-কাজ,
কি আছে তোমার কহ আজ!'

কহিল সে নমি' সবা কাছে—
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।

আমি দীন হীন মেয়ে,   অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া ;
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে   এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

রবীন্দ্রনাথ

করুণাময়ী

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়—
লক্ লক্ শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্ দপ্ ধুধু ধ'রে যায়
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে।

"জল জল জল" ঘোর কোলাহল,
ফট্ ফট্ ফট্ ফাটিছে বাঁশ,

ধুঁয়ায় তথায় ভরিল সকল,
  লাল হয়ে গেল নীল আকাশ।

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
  ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারিদিকে লোক,
  তামাসা দেখিতে উঠিছে ছাদে।

'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস'
  পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
  মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে!

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত,
  ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
  উপরে উঠেছে বুঝি সবাই।

কেন গেল ছাদে, একি সর্ব্বনাশ!
  কে আছে আগুলে ওদের কাছে;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস
  ছাদে এ সময় দাঁড়াতে আছে?

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
যেথা কুঁড়েগুলি জ্বলিয়া যায় ;
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায় ।

এই যে দাঁড়ায়ে করুণা-সুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;
মুখখানি আহা চুণ পানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে ।

চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখকমল ;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল ।

যেন মৃগ-শিশু সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে গিরির শিখরপরি,
ত্রাসে দাবানল দেখে দূর বনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি ।

হে সুরবালিকে, শুভ দরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,

সরল উজল কমল-নয়নে
  আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন।

দুখীদের দুখে হয়েছ দুখী,
  উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
  লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই।

বিহারীলাল

সন্তানক

সে দিন সাঁঝে ছিল না কাজ হাতে
  জানালা-পথে বাহিরে ছিনু চেয়ে;
প্রাঙ্গনেতে মালীর ছেলে সাথে
  খেলিতেছিল আমার ছোট মেয়ে।

দুইটী সাথী—বয়স প্রায় সমান,
  ঐ টুকুনই দুটীর মাঝে মেলে;
তফাৎ সবি, হয় না দিতে প্রমাণ—
  আমার মেয়ে—আর সে মালীর ছেলে।

হোক্‌গে যাক্, খেলা বইত নয়,
অন্য লোকে জান্‌বে বা কি করে?
সন্ধ্যা হ'লেই ভাঙবে পরিচয়,
মালীর ছেলে ফিরবে তাদের ঘরে।

কিন্তু দেখি, এওতো লাগে বেশ—
দুটি যেন আপন ভায়ে-বোনে
খেলায় মেতে, নাইক ভেদ-লেশ—
সকল ভুলে খেলে আপন মনে।

ভালবেসে এ ওর ঘাড়ে চড়ে,
মধুর হেসে ও এরে টানে কোলে,
ইহার কেশে ঘাসের মালা পড়ে,
বক্ষদেশে উহার হার দোলে।

বড় মধুর শিশুর ছেলেখেলা—
বড় মধুর চাঁদ মুখের হাসি।
কেন ফুরায় এমন সুখের বেলা—
কেন শুকায় এমন ফুলের রাশি?

চাইতে চক্ষু আর্দ্র হ'য়ে আসে—
কে মিলালে অমিলের এই মিল।

ধনীর ছেলে গরীব ভালবাসে,
কে খুলিল অসম্ভবের খিল ?

একি ! আবার মারামারি একি ?
ওকি ! আমার খুকীর গায়ে লাথি !
সে অপমান আমি চেয়ে দেখি—
খেলিস্ ব'লে তুই কি তাহার সাথী ?

বিষম রেগে ডাকিয়া দরোয়ানে,
হুকুম দিনু ধরিয়া আন্ ওরে ;
নিমেষ মাঝে বাঁধিয়া তা'রে আনে—
দাঁড়াল আসি মুখটি নীচু করে'।

চাবুক লয়ে মারিতে গেনু যেই,
খুকী—সে আসি আছাড়ি' পড়ি' পায়ে
কহিল কাঁদি—উহার দোষ নেই,
আমিই আগে মেরেছি ওর গায়ে।

ভুলিনু রোষ কন্যা পানে চেয়ে
স্বর্গ যেন উঠিল ফুটি চোখে।
অশ্রু এল নয়নপরে ছেয়ে—
বাক্যহীন রহিল যত লোকে।

নিমিষে ভুলি মান ও অপমান,
দুজনে টানি নিলাম দুই কোলে—
আমারই চোখে চাহিল ভগবান
আমারই বুকে-'সন্তানক' দোলে।

যতীন্দ্রমোহন

চৈতন্যের সন্ন্যাস

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
ঘুমা'তে ঘুমা'তে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' ব'লে,
দ্বার খুলি' মাতা কেন বাহিরিলে?

"বউমা! বউমা! ঘুমা'য়ো না আর
উঠ অভাগিনি! দেখ একবার;
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই;
বুঝি বা পালা'ল করি' অন্ধকার!"

তাই বটে, হায়! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিতা সরলা কামিনী;

“শূন্য পড়ি ঘর, কোথা প্রাণেশ্বর!
গেছে গেছে করে” উঠে বিনোদিনী। ১২

“সে কি বল বউ! ওমা সে কি কথা!
হা মোর নিমাই, পলাইল কোথা!”
পাগলিনী-প্রায়, দ্বারে গিয়ে হায়,
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা! ১৬

ডাকেন জননী নিমাই! নিমাই!
প্রতিধ্বনি বলে, নাই, নাই, নাই!
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে; কোথারে নিমাই! ২০

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি, ‘যাই যাই’ করে
ডাকেন জননী আসে গুণমণি,
ডাকেন উৎসাহে হরিষ-অন্তরে। ২৪

শচীমাতা কাঁদে, ঘর ফেটে যায়;
বিষ্ণু প্রিয়া দ্বারে পুতলীর প্রায়
দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বদনা,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়! ২৮

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে
আর হস্তে ঠেলে, মাগো মাগো বলে ;
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে ;
উঠ প্রতিবাসী ! উঠ গো সকলে !

রজনী পোহা'ল, দিক্ প্রকাশিল ;
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল ;
উঠি' প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
"কি হইল বলি" দ্বারেতে ডাকিল।

ঘরে আসি' দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে ;
"হায় কি হইল !" মুখেতে সবার।

এদিকেতে গোরা নিজবেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ;
হরি-গুণগান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

'নিশিতে' ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;

করিছে শ্রবণ
পাপীর ক্রন্দন জননীর কথা।
আর বার ভাবে

বলেন সঘনে, "কোথা দয়াময়!
রহিল জননী ক'রো যাহা হয়।
আমি দ্বারে দ্বারে ঘোষিব তোমারে
এ দেহে জীবন যত কাল রয়।

নির্ম্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী;
তারে দয়া করি' তবে দেখো হরি।
ক'রো ক'রো নাথ! তাহার সদগতি।

প্রিয় নবদ্বীপ! প্রিয় ভাগীরথি!
ছেড়ে যাই আমি দাও অনুমতি।
হরি-সংকীর্ত্তনে তোমা দুই সনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি।

প্রিয় হরি-নাম ঘোষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে,

নিজে পায়ে ধরি' ভজাইব হরি,
হরি নামে পাপী শান্তি পাবে শেষে।" ৬৪

শিবনাথ

বুদ্ধের উপদেশ

একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্যে বসি পবিত্র বিহারে।
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণাগোতমী জননী
আসি শোকাতুরা কহে—"নর-নারায়ণ!
অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার!
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত!
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম! একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা। দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে। আছে মা তোমার।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর?
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ! দেও দুই প্রাণ!
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর।"

দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে—
"হায় ! মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম-জন্মান্তরে !"
কহিলেন—"মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার।
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ।"
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহৃদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিতা,
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশা।
কহিলেন, বুদ্ধদেব—"উঠ মাতঃ ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল !"
সামান্য সরিষা মাত্র ! দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃশাগৌতমীর !
চলিল সে রুদ্ধশ্বাসে ; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ মাতঃ ! মরেনি কখন।"
মৃত পুত্র বক্ষে কৃশা মাগিলা সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায় ! মিলিল না গৃহ

যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী।
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগৎ
নিশীথিনী-ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে! কত পুত্র চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত।
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর;
নিবিল সে দীপালোক। মৃত পুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা।
দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে—
"দেখ মাতঃ! হায়! ওই দীপালোক মত
মানব-জীবনালোক জ্বলি কিছুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব

গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্ম-চক্র কর অনুসার।"

নবীনচন্দ্র

স্পর্শমণি

নদী-তীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হ'তে আগমন,
কি নাম ঠাকুর?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্দ্ধমানে।
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মত
নাই কোনখানে।
জমিজমা আছে কিছু, ক'রে আছি মাথা নীচু
অল্প-স্বল্প পাই

ক্রিয়া কর্ম্ম যজ্ঞ যাগে, বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।
একদিন নিশি ভোরে স্বপ্নে দেব কহে মোরে—
'পূরিবে প্রার্থনা!
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধর দু'টি পায়,
তাঁরে পিতাবলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়'।"
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কি আছে আমার।
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি',
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু চমকিয়া উঠে—
"ঠিক্ বটে ঠিক্।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ-মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;

নিয়ে যাও হে ঠাকুর দুঃখ তব হোক্ দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি ;

লোহার মাদুলি দুটী সোনা হয়ে উঠে ফুটি'
ছুঁইল যেমনি।

ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।

যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কি যে।

নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—

তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,—

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি
তাহারি খানিক

মাগি আমি নতশিরে।"— এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক।

রবীন্দ্রনাথ

পৌরাণিক কবিতা

অন্নদার আত্মপরিচয়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে,
'পার কর' বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করে কি জানি কে দিবে ফেরফার।"

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
"বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোরে বাম;

জাতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণবাপ, দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।"

পাটনী বলিছে, "আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল;
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা' বল?"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল।"
যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার।
বসিলা নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে, "মা গো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে।"

ভবানী বলেন, "তোর নায়ে ভরা জল,
আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল্।"
পাটনী বলিছে, "মাগো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।"

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোনা, দেখিতে দেখিতে।
সোনার সেঁউতি দেখি' পাটনীর ভয়,
এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরী, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী,
পিছে দেখি' তারে দেবী ফিরিয়া আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,
"দিয়াছ যে পরিচয়, সে বুঝিনু ছল।
"হের, দেবি! সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ।

ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ নাহি জানি, ধ্যান, জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।"

ভারতচন্দ্র

হরপার্ব্বতীর গৃহস্থ অবস্থা

কিনিয়া পাশার সারি আনিল পার্ব্বতী।
আপনি লইল রাঙ্গী কালী পদ্মাবতী॥
হাতে পাষ্টী করিয়া ডাকেন দশ দশ।
দেখিয়া মেনকা বড় হইল বিরস॥
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল সকল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
ভিখারীর স্ত্রী হয়ে পাশায় প্রবল।
কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল॥
প্রভাতে খাইতে চায় কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়ার সম্বল তোর ঘরে নাই॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥

প্রেত ভূত পিশাচের সহিতে তার রঙ্গ।
প্রতিদিন কতেক কিনিয়া দিব ভাঙ্গ ॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাসবাস।
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাব বার মাস ॥
লোকলাজে স্বামী মোর কিছুই না কয়।
জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥
দুই পুত্র তিন দাসী আর শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের অন্ত নাহি জানি ॥
নিরন্তর কতেক সহিব উৎপাত।
রেঁধে বেড়ে দিয়ে মোর কাঁথে হৈল বাত ॥
দুগ্ধ উথলিলে গৌরী নাহি দেও পানি।
পাশা খেলে বঞ্চ তুমি দিবস রজনী ॥

শুনিয়া মায়ের মুখে বচন প্রবল।
কহিতে লাগিল গৌরী আঁখি ছল ছল ॥
জামাতারে দিয়াছেন বাপা ভূমি দান।
তথি ফলে মাস মসূর তিল কাপাস ধান ॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেও খোঁটা।
তোমার ঘরে আজি হৈতে পুতিলাম কাঁটা ॥

মৈনাক-তনয় লয়ে সুখে কর ঘর।
কত বা সহিব নিন্দা যাব অন্যন্তর ॥
কত বা সহিব আমি দন্তের ঝটঝটী।
দেশান্তরে যাব আমি পুত্র লয়ে দুটী ॥
এত বলি যান গৌরী ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ ॥

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাসগিরি,
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই, চিন্তাযুক্ত গোঁসাই,
ভিক্ষা অনুসারে কৈলা মতি ॥
ভ্রমেন উজান ভাটি, চৌদিকে কোচের বাটী,
কোচবধু ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হৈতে চালুগুলি, ভরিয়া রাখেন ঝুলি,
দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে ॥
কেহ দেয় চালু কড়ি, কেহ দেয় দাল বড়ি,
কুপি ভরি তৈল দেয় তেলি।
ময়রা মোদক দেয়, সূত্রধরে খই দেয়,
বেণে দিল ভাঙ্গের পুটুলি ॥

লবণিয়া দেয় লোণ, ঘৃত দধি গোপগণ,
তাম্বুলিয়া দেয় গুয়া পাণ ॥
বেলা হৈল দুই পর, মহেশ আইলা ঘর,
কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান ॥ ৫২
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চাল হইল কতগুলি,
নানা দ্রব্য হইল স্থানে স্থানে।
দেখিয়া মোদক খই, ধাওয়া ধাই দুই ভাই,
কন্দল বাজিল দুই জনে ॥ ৫৬
সবারে প্রবোধ করি, বাঁটিয়া দিলেন গৌরী,
রন্ধন করিলা দাক্ষায়ণী।
ভোজন করিলা হর, গৌরী গুহ লম্বোদর,
সুখে গেল সেহ তো রজনী ॥ ৬০

মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

রাম ও সীতার বনে গমনোদ্যোগ

করেন কৌশল্যা দেবী দেবতা-পূজন।
ধূপধুনা ঘৃতদীপ জ্বালিল তখন ॥
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী মনের আনন্দে ॥ ৪

তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী॥
সেবিলাম শিবশিবা-চরণ-কমলে।
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্য ফলে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ কর কিসে।
হাতেতে আইল নিধি, গেল দৈবদোষে॥
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
শোক-সিন্ধু-নীরে আজি মরি চারি জন॥
তোমারে কহিতে মাতা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল বড় বিমাতা কেকয়ী॥
বিমাতার বচনে যাইতে হ'ল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥
শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত।
মা মা বলি রামচন্দ্র ডাকেন ত্বরিত॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহত আমারে॥

শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাহি বিধির লিখন॥
পিতৃ সেবা বিমাতা করিল বারবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার॥ ২৮
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে॥
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥ ৩২

এত যবে কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে॥ ৩৬
গুণের সাগর পুত্র যায় যার বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মোর কেকয়ী সতিনী॥ ৪০
ঘটাইল প্রমাদ কেকয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া তোমা করে বনবাসী॥

পূজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে॥
যত যত সূর্য্যবংশে রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥
স্ত্রীর বাক্যে যে পিতা পাঠান পুত্রে বনে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কাণে॥
লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় সবে ইহা ঘোষে।
হেন পুত্রে বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে॥
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্য-ভার॥
বার্দ্ধক্যে দুর্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে তাঁরে বাধ্য কেকয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্যে তোমারে বসাই॥

আমি এই আছি রাম তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক॥
তুমি আমি উভয়ে যদ্যপি ধরি বাণ।
তবে রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান॥

কৌশল্যা বলেন রাম কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার।
ভরতেরে দেহ তুমি সব রাজ্যভার॥
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
দেশে থাক বাছা তুমি না যাইও বন॥
মায়ের বচন লঙ্ঘ পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে॥
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃ-বাণী।
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥

শ্রীরাম বলেন মাতা শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥

সত্য না লঙ্ঘেন পিতা সত্যে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা অতি অন্তরে কাতর ॥
পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম বৃথা এ জীবন ॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয় ॥
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে ॥
যেদিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ মনে ॥
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রা-কুমার বীর ঘন ঘন তর্জ্জে ॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে ॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফলমূল অভিলাষী ॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তাঁর ধর্ম্ম ॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ ॥

সবে জানে বিধাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তাঁর বাক্যে রাজা ছাড়ে কোথাও না শুনি॥
তোমা হৈতে পিতার মনেতে নাহি আন।
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবেন প্রাণ॥
এই শোকে পিতা মাতা ত্যজিবে জীবন।
পিতৃমাতৃহত্যা তুমি কর কি কারণ॥
অকারণ ধরি এ আজানু বাহুদণ্ড।
অকারণ ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণ ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকল হইল ব্যর্থ এসব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে তোমার এ আপদ॥
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ॥
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্ম্মদোষে।
বিধাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥

তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর একমনে॥
জানকী বলেন দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনকদুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও তথা॥

সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস ।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে ।
ফলমূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ॥ ১৪৪
তোমার সুসজ্জ শয্যা পালঙ্ক কোমল ।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকমল ॥
তুমি আমি বনে হব বিকৃত আকৃতি ।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥ ১৪৮
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেল হেন বুঝ মনে ।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে ॥
চিন্তা না করিহ কান্তা ক্ষান্ত হও মনে ।
ভীষণ রাক্ষসগণ আছে সেই বনে ॥ ১৫২
রামের বচনে জানকীর ওষ্ঠ কাঁপে ।
কহেন রামের প্রতি কুপিতা সন্তাপে ॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায় ।
বীর ব'লে কেন লোকে বাখানে তোমায় ॥ ১৫৬
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে ।
দেখ তারে বীর বলে কোন ধীর জনে ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে ।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥ ১৬০

তব সহ থাকি যদি ধূলা লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
রম্য অট্টালিকা নহে তার সমতুল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে মম ভ্রমিয়া কানন।
শ্যাম রূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে পাপ নহে বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমারে পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥

কৃত্তিবাস

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সম্বাদ

একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥

তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি॥ ৮
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥ ১২
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥ ১৬
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে না হয় রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে।
হীনজন বলি রাজা তাহারে প্রহারে॥ ২০
সর্ব্ব ধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
এইরূপ উপদেশ দিলা পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখের নাহি অন্ত॥ ২৪
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥

দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে॥

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম-নরপতি।
উত্তর করিলা তাঁরে ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরি।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥

কৃষ্ণা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার।
যেইজন হেনরূপ করিল সংসার॥
সেইজন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয়॥

ধর্ম্মকর্ম্ম বিধিমতে তুমি আচরিলা।
ঈশ্বর উদ্দেশে তুমি জীবন সঁপিলা॥
তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন্।
কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন॥
যেইজন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে॥
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্বক্ষিতীশ্বর হ'য়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বর্ণপাত্রে খায়।
আমি করি পরিচর্য্যা স্বহস্তে সবায়॥
দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞা মাত্রে।
তুমি এবে বনফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥

যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে সব ধর্ম্ম পালিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতায় এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি' যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে কর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
পরিণামে পড়ে সেই নরক দুস্তরে॥
দেখ এ সংসারসিন্ধু উর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥

ধর্ম্মকর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অনায়াসে তরে ॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেইজন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেখি সহজ এ কর্ম্ম ॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল সেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবা কেমনে।
যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥
অন্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তার।
ধর্ম্মেরে নিন্দিলে কভু নাহি প্রতিকার ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা সেই সবার ঈশ্বর।
তাঁহার সৃজন এই যত চরাচর ॥
কীট অনুকীট সম মোরা কোন্ ছার।
নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাৎপর ॥

কাশীরাম দাস

অশোকবনে হনুমানের সীতাদর্শন

চারি ভিতে হনুমান করে নিরীক্ষণ ।
নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন ॥
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন ।
এখানে যদ্যপি পাই সীতা দরশন ॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর ।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন ।
নানা বর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন ॥
রাঙ্গা-বর্ণে কত গাছ দেখিতে সুন্দর ।
মেঘ-বর্ণে কত গাছ দেখে মনোহর ॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখে তথা স্বর্ণনাটশালা ।
পরিজন লইয়া রাবণ করে খেলা ॥
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা ।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা ॥
চেড়ি সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর ।
পর্ব্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর ॥

নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ি সব ঘিরিয়াছে সুন্দরী জানকী ॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা ॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবন নন্দন ॥
সীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান ॥
ইহা লাগি বালি রাজা পাইল মরণ।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব মিলন ॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর ॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী ॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল দেখিল বিদ্যমান ॥

*   *   *   *

বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটাইয়া কান্দে॥
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥
কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্বংশ হয় রাক্ষসের গণ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর।
মোর দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর॥
অমনি জয় রাম বাণী উপর হইতে।
মুহু সুধাধার হেন পশে শ্রুতিপথে॥
মাথা তুলি সচকিতে সে গাছ নেহালে।
হনুমান বীরে দেবী দেখেন সে ডালে॥
সীতা হনুমান দোঁহে হইল দর্শন।
যোড় হাতে মাথা নোয়ায় পবননন্দন॥
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥

নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
রামদূত রূপে বুঝি করে সম্ভাষণ।
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
হে দূত কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে॥
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল॥
হইবা রামের দূত হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম সুমঙ্গল ধ্বনি॥
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
তিল ফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল।
ফলমূল খায় তবু বিক্রমে বিশাল॥
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন॥

অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥
রাবণের চর বলি না করহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত এই সে নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবননন্দন।
অনিমেষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে।
রামের অঙ্গুরী পায়ে সীতাদেবী কান্দে॥

কৃত্তিবাস

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হইতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন॥

অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্থারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহুধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী সেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান॥
কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলপদ্ম আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাটপ্রসন্ন।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

তবে পার্থ প্রণময় ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ্যবেদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥

শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী ॥
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয় ।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে ।
চক্র-ছিদ্রপথে মীন পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মীন তার মাণিক নয়ন ।
সেই মীন চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর ।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
মহাশব্দে মীন যদি হইলেক পার ।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি ।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥

হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা ।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥

দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি ।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাতি ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপবোধ করি ।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি ॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয় ।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল ।
কহ দেখি কোথা মীন কেমনে বিন্ধিল ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ ।
নির্ণয় করিতে করে জলে নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয় ।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মীন যদি কাটিয়া পড়িবে ॥
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি ।
এইরূপে কহিলা যতেক দুষ্টমতি ॥

শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে বিন্ধিব ততবার॥

এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সভাজন স্থির নেত্রে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

কাশীরাম দাস

সীতা ও সরমার কথোপকথন

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে,
নীরবে। দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিনবদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়িছে
তরুমূলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী।

না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে,
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন। হেনকালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে; সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে!

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে;—"দুরন্ত চেড়িরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি! আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা !
ফোঁটা দিয়া পদধূলি লইলা সরমা ।

"ক্ষম, লক্ষ্মি ! ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন, জ্বলিল উজলি
দশদিশ ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে । ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্নহেতু ; সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে ;
মণি, মুক্তা, রতন কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"

কহিলা সরমা ;—"দেবি ! শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি !
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে।
দুরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি'
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব; কহি আমি, শুন মন দিয়া।—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে ! গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে

বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী ; মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেথা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, দেখ ভাবি মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী
রঘুকুলবধূ আমি, কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ। কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি।
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি। শিখিসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক-নর্ত্তকী,

এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী, বারিদ-প্রসাদে !
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি !
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবী, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা ; (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা)—"এ অভাগী, হায় লো, সুভগে!
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?

"পঞ্চবটী বনে মোরা, গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি কেমনে বর্ণিব

সে কান্তার-কান্তি আমি, সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী-করে !
সৌরকররাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার-ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব-তারাবলী,
নব নিশিকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?

শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী,
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ-পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি!
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখে, যাই চলি হেন বনবাসে।
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে!
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে,
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা?

জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনি !
কহ দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নবপল্লবমাঝারে
সরস মধুর মাসে, কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।”

মাইকেল

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি

জীবনে প্রথম স্মৃতি—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে ক্ষুদ্র চূড়া মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর ননী, চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন,—‘যাও বাছা, কর গোচারণ।’
শুনিতাম শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে—‘আয় আয় আয় রে কানাই।’
দেখিতাম হাম্বারবে ডাকি গাভীগণ
চেয়ে আছে মুখপানে স্থির দু’নয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ, যাইতাম চরাইতে ধেনু।

গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র-বরণ,
অজ মেষ নানাজাতি, উড়াইয়া ধুলি
যাইত ; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া,
শত শত শৃঙ্গবেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপ-শিশু মিলিত আসিয়া,
নিজ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।
সকলি নবীন ; নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি, নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি, চুম্বি গোবর্দ্ধনে
নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য্য নবীন।
প্রকৃতির নবীনতা সদ্য সুধাময়
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।
পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গোপাল,
শ্যাম-মকমল-সম তৃণ সুকোমলে,

চরিত আপন মনে ; আপনার মনে,
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত, ক্রীড়া-হাস্য, মধুর পঞ্চমে,
অনুকারি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্দ্ধন।' প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল গোপগণ।' করিত উত্তর।
শাখায় শাখায় কভু শাখামৃগ মত
ছুটিতাম খেদাইয়া একে অন্যজনে,
দুলিতাম কভু শাখে ফল ফুল মত,
কভু খাইতাম ফল ; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। কভু তুলি বনফুল
সাজিতাম বনমালী ; কভু শৃঙ্গে উঠি
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন ; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানাজীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য-অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর

পুষ্পপাত্রে বৃন্দাবন। সৌধ-সুশোভিত
শোভিত মথুরাপুরী নৈবেদ্যের মত।

সায়াহ্নে আবার বন হইতে পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
"শ্যামলী" "ধবলী" "কালী ?" বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ; আসিত ছুটিয়া
"শ্যামলী" "ধবলী" "কালী" লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন-রাখাল-দেহ;—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্ব্বাক্ উত্তর।
উড়াইয়া ধূলি, খণ্ড জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে।
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বারব,
বিজলী রাখাল-বালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধড়াচূড়া, পক্ষ প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধ হার বলাকার মত।
আসি স্নেহময়ী মাতা যশোদা আপনি
গৃহের বাহিরে, ঝাড়ি ক্ষুদ্র কলেবর,
কহিতেন—'বাছা মোর ননীর পুতুল,

পড়িছে ঝরিয়া যেন গোচারণশ্রমে।
ছাড়িয়া মায়ের কোল থাকিস্ কেমনে
কণ্টক-কাননে যাদু ? আমি অভাগিনী
থাকি সারাদিন তোর পথ নিরখিয়া
বৎসহীনা গাভীমত।' চুম্বিতেন মাতা
স্নিগ্ধনেত্রে ; চুম্বিতাম মায়ের বদন।
—স্নেহের ত্রিদিব সেই! সস্নেহে যেমন
চুম্বে পরস্পরে পদ্ম সান্ধ্য সমীরণ।
কত কি যে রাখিতেন তুলিয়া আদরে,
খাইতাম কত কি যে ; দুই ভাই মিলি
কহিতাম কত কথা ; শুনিতে শুনিতে
কতই সরল গীত, স্নেহ-সম্ভাষণ,
পড়িতাম ঘুমাইয়া আনন্দে অধীর
স্নেহের ত্রিদিব সেই অঙ্কে জননীর।

নবীনচন্দ্র

লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগারি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।

রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে ঊষা যথা একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।
নাদিল গম্ভীর শঙ্খঃ হেরি রক্ষোনাথে।

পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমতি,
মদকল করিরাজে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙ্গে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ। কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি। অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে;
"শঙ্করী-শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে

কেন আজি হেরি তোমা ? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার ? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি।”
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র ;—“রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবলি, বিমুখ আমারে
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে।”

সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে। বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, “দেখ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণশরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়। আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে
দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা

বাছার কোমল দেহে। ভকতবৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহের ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বর-পথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে,
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাশূর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে,
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রণক্ষেত্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়। আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমার বক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি

ঐরাবত শির লক্ষ্য। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি রথীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলী,
চির কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে আজি কপট-সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি!

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীমগদা গজরাজ-শিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি

অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে। ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ ঘোর সিংহনাদে
দিব্যরথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।

কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে,
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে কভু বা ভূতলে।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল

রথচূড়ে রাজকেতু। যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে, * * *
* * * দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয়-হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে।
দেবদত্ত ধনুঃ ধরি টঙ্কারিলা রোষে।
"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ;- রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি।
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর-বেশ ধরি,

হরিল রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"
  গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখা সম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
  বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিল সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে।
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি সৌমিত্রি কেশরী।
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।

  স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,

ভীষণ রিপুনাশিনী। কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর। ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

মাইকেল

বৃত্রসংহার

হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি; হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর;
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি দূরে। হেরি দৈত্য, যম দণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেব-সেনানি,

শ্রান্ত সবে বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে;
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেবরণে, ইন্দ্রসুতে
কিংবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি; ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা। দণ্ড গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভঃস্থল; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ-পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।

দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে ; ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর ।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টি তলে ।
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত । তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া !
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড় মড়ি ।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র । দূর হ'তে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি ;
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে । বিদ্যুতের গতি

বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর।
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক।
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি।—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্য বপু—নগেন্দ্র সদৃশ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে।

কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব-শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে। হেনকালে, (হায়,
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে,)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে।

হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম।"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্তা রাহু যেন। অগ্নিচক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর—দন্তে কড় নাদ।
প্রলয় ঝটিকা গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্রকরে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে

অস্ত্রবন্ন। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র ঘোরনাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ
উজাড় স্বর্গেব বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়।
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে।—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন।—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী

কাঁপিতে লাগিল ভয়ে। কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে!
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার। ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বরে—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"

এতক্ষণ সুর পতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন!
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল।
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর,

বিশাল নগেন্দ্র-তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।

রহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।

হেমচন্দ্র

কুরুক্ষেত্রে

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গন
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, ঊর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।

রথীমহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকরতলে।
বাণবিদ্ধ মীনমত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গন।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ! ক্ষতকলেবর
রক্তজবা-সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
সেই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃতপুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে

দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ-বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রীতিমা।
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—'অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিওনা কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।"

নবীনচন্দ্র

গীতি-কবিতা

গোচারণ

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিত রাখালগণে,
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই, খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু রবে॥
সব ধেণু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু-বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইয়া কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।

প্রেমদাস কহে বাণী   কানাই'র মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন ॥

প্রেমদাস

গোষ্ঠলীলা

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বাঁন্ধি দেগো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়ায়ে রাজপথে ॥
পীতধড়া দেগো মা গলায় দেগো মালা।
মনে পড়ি গেলা মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধবেশ মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রত্ন ভূষণ।
কটীতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প-গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিল তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥

বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি॥

বলরামদাস

মগরা নদীতে ঝড় বৃষ্টি

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বাণ দেখিতে ধবল।
সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল॥
বাণজলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা।
জল মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
চারি দিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘন ডিঙ্গা করে দল মল॥
অবিরত হয় চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥

ছৈ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
ঝন্ ঝনা চিকুর পড়ে কামান সমান।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় লাগি করে চুসাচুসি।
গুঁড়া হয়ে কাঠ পাট যায় খসি খসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম শঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার॥

মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

জননী কর্তৃক শিশুর রোদন শান্তি

আয় রে আয় আয় আয় রে আয়।
কি লাগি কান্দে বাছা কি ধন চায়॥
তুলিয়ে আনিব গগন ফুল।
একৈক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুল গাঁথিয়ে পরাব হার।
সোনার বাছা কেঁদনা আর॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥

কুরঙ্গ রথ হস্তী যৌতুক দিয়া।
রাজার দুহিতা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন গায়॥
পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বায়।
শ্রীকবিকঙ্কণে সঙ্গীত গায়॥

মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

শ্রীচৈতন্যের শৈশব

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর খানি অমিয়ার ধার॥
কি দিব উপমা কিছু না দিলে সে নারি।
থল্ বল্ করে প্রাণ না কহিলে মরি॥
নিতি ষোলকলাপূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥
আবেশ অধরে আধ মুচকি হাসিতে।
অমিয়া সাগর যেন হিল্লোল সহিতে॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে থটি করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
শচী-উরঃস্থলে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা ॥
অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অট্ট হাসি ;
অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী ॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গটল সোসর ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ অন্নপ্রাশন দিবসে ॥
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভূষিল সোণার কলেবর ॥

লোচন দাস

কৈলাস-গিরি

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি-শশি-পরকাশ,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরোগণের বাস।

তরু নানা জাতি   লতা নানা-ভাতি,
    ফল ফুলে বিকসিত,
বিবিধ বিহঙ্গ,   বিবিধ ভুজঙ্গ,
    নানা পশু সুশোভিত।
অতি উচ্চতরে,   শিখরে শিখরে,
    সিংহ সিংহনাদ করে,
কোকিল হুঙ্কারে,   ভ্রমর ঝঙ্কারে,
    মুনির মানস হরে।
মৃগ পালে পাল,   শার্দ্দুল রাখাল,
    কেশরী হস্তিরাখাল,
ময়ূর ভুজঙ্গে,   ক্রীড়া করে রঙ্গে,
    ইন্দুরে পোষে বিড়াল।
সবে পিয়ে সুধা,   নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
    কেহ না হিংসয়ে কারে,
যে যার ভক্ষক,   সে তার রক্ষক,
    হেন দৃশ্য চারি ধারে।
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম,   সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
    শত্রু মিত্র সমতুল,
জরা মৃত্যু নাই,   অপরূপ ঠাঁই
    কেবল সুখের মূল।

চৌদিকে দুস্তর,   সুধার সাগর,
কল্পতরু সারি সারি,
মণি-বেদি'পরে   মণিময় ঘরে,
বসি গৌরী ত্রিপুরারি। ২৮

ভারতচন্দ্র

গৌরীর রূপ

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে   শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা॥ ৩
অধর বন্ধুক বন্দু   বদন শারদ-ইন্দু
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা   কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবনমোহন॥ ৭
নাসাতে দোলয়ে মোতি   হীরায় জড়িত তথি
বদন-কমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি   তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥ ১১

গৌরীর বদন-শোভা লিখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চাঁদ সেই শোকে না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা ॥ ১৫
গৌরীর দশন-রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভরে।
অনুমান করি মনে ওই শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে ॥ ১৯
শ্রবণ উপরদেশে হেম-মুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ পাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী সাজে
পরিহরি চপলতা-দোষে ॥ ২৩

মুকুন্দরাম

যক্ষের আলয়

কুবের-আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে তথায় ;
সম্মুখে বাহির-দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়। ৪

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
হাসে ফুল্ল নলিনীর হাট ;
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট ।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে,
ভ্রমে হংস হংসী অবিরামে ;
যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে ।
উদ্যানে একটি চারু শিশু পারিজাত-তরু,
বায়ু কোলে হেলে, পুষ্প হাসে ;
বহু যত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুত সম তেঁই ভালবাসে ।
উচ্চ ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে ।
সুবর্ণ-কদলী যত, চারিধারে শোভে কত,
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে ।
মাধবী-মণ্ডপ'পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল ।

তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোণার একটি আছে দাঁড়;
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রুণু রুণু বাজে তায় বালা;
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে;
এবে উহা শূন্যপ্রায় কমল না শোভা পায়,
কখনও দিবা-অবসানে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ
(মেঘদূত হইতে অনূদিত)

বসন্ত

দক্ষিণের দ্বার খুলি' মৃদু মন্দগতি
বাহির হইল কিবা ঋতুকুল-পতি!
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গে ঘেরি' পরাইল পল্লব-দুকুল॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস।
ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস॥
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে ; তবু পথ-ভুলে'
গন্ধ-মদে টলি পড়ে এফুলে ওফুলে॥
মনের আনন্দ আর না পারি' রাখিতে।
কোথা হইতে কোকিল লাগিল কুহরিতে॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে।
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন-গভীরে॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ

বঙ্গে শরৎ

অজি কি তোমার মধুর-মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,

ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে !

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভ'রে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে ।
জননি তোমার আহ্বান লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল-বরণী,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !

স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী।

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মালা
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে,
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

রবীন্দ্রনাথ

নিদাঘ-নিশীথ ভ্রমণ

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তাল-তরঙ্গময় সাগর-সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জন-স্থান—
নির্ব্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।
তরু-পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্যভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ্ টুপ্ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।

চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা সঙ্কাশে।
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সু-কৌশলে।

অনন্তর প্রমোদ অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত কামিনীকুসুম-তরুতলে,
বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী, মৃদুলগামিনী।
মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধু'র উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে কবে কুল্ কুল্,
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল।
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়।

কোথায় মাধবী সহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়েছে বাঁকিয়া।
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে,
মুখ দেখে কান্তাকান্ত পুলকিত মনে।
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল ডাল হেলিয়া রয়েছে।
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণ-ভরে।
থেকে থেকে গুপ্‌গাপ্‌ করে মৎস্যগণ,
সে সব শ্রবণে হয় মোহিত শ্রবণ।
সারি সারি তরণী দুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাহিছে গীত গুন্‌ গুন্‌ স্বরে।

এইরূপে প্রকৃতির রূপ দরশনে,
অহো! কি বিমল সুখ উপজিল মনে।
শিহরিল কলেবর পুলকে পুরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।

মনে মনে কহিলাম, অয়ি সুপ্রকৃতে,
শোভনে ! বিচিত্র-চারু-ভূষণে-ভূষিতে !
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি !
নিরখি নয়নে হ'ল জড়প্রায় গতি।
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।
যখন প্রাবৃট-কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল ;
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে সদা নীর,
মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর ;
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে।
কদম্ব-কেতকী আদি কুসুম-নিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারুরূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন ;
ফুল্ল ফুল্ল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য-বদনে ;

বিহঙ্গ নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত,
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?

এই রূপ যে সময়ে যেই রূপ ধর,
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।
সাধে কি গো! কত মহা মহা কবিবর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্যে ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-গহ্বরে গহ্বরে,
হেরিবারে তোমার ও রূপ বিমোহন,
অনুক্ষণ শুদ্ধভাবে করেন ভ্রমণ ?
সাধে কি গো, সুকোমল শয্যা পরিহরি,
তটিনীর তীরে তাঁরা আগমন করি,
তরুতলে ধরাসনে কুতুহলে বসি,
তব রূপ দরশনে কাটান তামসী ?
সাধে কি গো! কবিদের সুখময় মন,
সম্পদের প্রেমরসে মজেনা কখন ?
সাধে কি গো কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা, স্তম্ভ সুশোভন,

সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহুঃ পুলকাশ্রু করে বরিষণ।

ধিক্ সে মানবগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্,
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক,
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্য পানে ফিরিয়া না চায়।
কৃত্রিম কুসুম দৃশ্যে প্রসক্ত হৃদয়,
স্বভাবজ ফুল্ল ফুলে অনুরক্ত নয়।
মনুষ্য-নির্ম্মিত রম্য হর্ম্ম্যের ভিতরে,
বদ্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে।
উদ্যান, বিপিন, গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র রূপ না হেরে কথন।
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ।
বিফল তাদের জন্ম, বিফল জীবন,
বিমল আনন্দ তারা না জানে কেমন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর,
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।

বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি !
বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি সুন্দরী !
কে রচিল তোমায় এ কান্তি সুখকরী ?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্ব-গুণাধার ?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর ?
তাঁর কৃপাসিন্ধু-নীরে হয়েছি মগন,
মিলিবে কি ক'রে সেই অমূল্য রতন ?

কৃষ্ণচন্দ্র

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ।
সাধিতে মনের সাধ   ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে ।
প্রবাসে দৈবের বশে   জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে ;
জন্মিলে মরিতে হবে,   অমর কে কোথা কবে ?—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে !
কিন্তু যদি রাখ মনে,   নাহি মা ! ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে, মা, যথাফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে!

মাইকেল

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়ামাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারই তরে,—মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

কামিনী রায়

আশা-কানন

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর।
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে ;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে ;

পবিত্র করিলা যে নদের কুল
সুকবি কঙ্কণ কবি,
ফুটায়ে কবিতা- কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি ;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী ;
সেই দামোদর- তীরে একদিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি ;
দশ দিক্ ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশে মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায় ;
গগন-ললাটে চুর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে।
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।

পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল ;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে ধীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যতনে হৃদয় পীড়িত,
চিন্তায় আকুল মন।
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে,
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষ-তলে,
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত।
ক্রমে নিদ্রা-ঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয় ;
স্বপন-প্রমাদে সংসার-ভাবনা
পাসরিনু সমুদয়।
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই।

অতি মনোহর   কানন সজ্জিত
যেন সে গগন-কোলে,
কিরণে সজ্জিত   ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে।
বরণ হরিত   বিটপে ভূষিত
সরল-সুন্দর-দেহ
বৃক্ষ সারি সারি   সাজায়ে তাহাতে
রোপিল যেন বা কেহ!
শোভে বন-মাঝে   বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়;
মেঘের সদৃশ   সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি   কমল কুমুদ
কত যে তড়াগে ভাসে;
কত জলচর   করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে।
ভ্রমে রাজহংস   সুখে কণ্ঠ তুলি
মৃণাল উপাড়ি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ   তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়।

তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে,
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে।
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে ;
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমল-দলে।
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান ;
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারি দিক্
আনন্দে ছড়ায় গান।

হেমচন্দ্র

রজনীতে পর্য্যটন

সুবিমল শশধর কিবা শোভা ধরে!
চারিদিকে অগণিত তারকা বিহরে ;
যেন কোটী হীরাখণ্ড করে ঝল মল,
তার মাঝে বিরাজিত কনকমণ্ডল!

চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী,
সুধা পানে ক্ষুধা হরে তরু' পরে বসি।
সরোবরে বিকসিত কুমুদিনীকুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল!
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর ভয়,
মৃণাল আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়।
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার?
দিবাগমে পুনঃ তব হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে?
সময়ের গতি প্রতি বিশ্বাস কি আছে?
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ।
জ্বলিছে খদ্যোতকুল তরু শির'পরে,
কামিনী কুন্তলে যথা মুক্তাহার পরে,
কেহ কেহ শূন্যে উঠে যেন পথহারা,
বোধ হয় তারাগণে ব্যঙ্গ করে তারা।
এই আছে, এই নাই, এই আর বার,
মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার।
কোথা বা বাঁধিয়া ঝাঁক করে ঝক্ মক্,
পড়েছে ধরায় যেন সহস্র হীরক!

নব দূর্ব্বাদল ক্ষেত্রে কখন বিরাজ,
ভূপতি আসনে যথা কনকের কাজ !
স্থিরতার অধিকাব হয়েছে এক্ষণে,
ঘুমে অচেতন যত পশু পক্ষিগণে,
নাহি ভৃঙ্গ গুঞ্জরণ, পিক কুহুস্বর,
মূর্চ্ছা-প্রায় স্থিরকায় নিদ্রা যায় নর ;
কেবল পেচকবাজ সহ নিশাচর ;
গালি দেয় ক্রোধভরে হেরি নিশাকর ;
আঁধারে পুলক যার, আলোকেতে রোষ
তার কভু হয় শশিকিরণে সন্তোষ ?
এইরূপ নানা শোভা রজনী সময়,
নিরখি মানস মম মুগ্ধ অতিশয় !
শীতল শর্ব্বরী-গুণে সুখী সর্ব্বজনে,
কেবল অসুখ তার পাপ যার মনে ।

রঙ্গলাল

আকাশ

ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ,
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ !

এ ভব ভবনে যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই।
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত,
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত,
পেয়েছ এরূপ অনন্ত দেহ,
তব অন্ত নারে বলিতে কেহ!
যে দিল তোমায় এরূপ কায়,
বারেক দেখাতে পার কি তায়?
শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত রঙ্গে,
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে,
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে
বাসনা আমার মানস করে।
কোথা গেলে আমি পাইব তাঁয়,
বল হে আকাশ বল আমায়!

কৃষ্ণচন্দ্র

কপোতাক্ষ

সতত, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে!
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা ?—যতদিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে। সখা-রীতে
নাম তার, ও প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

মাইকেল

বসন্তে একটী পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখী। বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটী ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু-কুঞ্জবনে।
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যেমতি—

গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে।
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে, মধুর মিলনে ;
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?
দুরন্ত কৃতান্ত সম হেমন্ত এ দেশে
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি।
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি।
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর-বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি।

গ্রাম্যপথ

গিয়েছিনু গ্রাম্য পথে ভ্রমণের তরে,
কি সুন্দর দৃশ্য জাগে নয়নের পরে !
প্রকৃতি হেথায় আসি
মোহিনী রূপের রাশি
সাজাইয়া রাখিয়াছে যেন থরে থরে।

সম্মুখে শস্যের ক্ষেত্র শ্যামল বরণ,
আদরে দোলায়ে যায় সান্ধ্য সমীরণ,
পর্ব্বতের তল দিয়ে
সলিল আসিছে ব'য়ে
ধান্যক্ষেত্রে স্নেহসিক্ত হইছে কেমন।

কোলের রমণী দূরে কুটীরের ছায়,
সন্তান বুকেতে বাঁধা, অনিমেষ চায়।
আধো আলো আধো ছায়া,
এ যেন কাহার মায়া,
কোন্ যাদুকর আজি এ খেলা খেলায়?

অর্দ্ধপথ ছায়াময় সন্ধ্যার আঁধারে
ওধারে শোভে কি দৃশ্য অস্তরবিকরে।
সোণালী গগন বুকে
কি শোভা ফুটেছে সুখে,
কি শোভা সোণালী ওই গিরিশির পরে।

কি শোভা তরুর শিরে রত্ন সম জ্বলে,
কুটীর মিশিয়া যায় সোণালী অনলে;

অর্দ্ধ শস্যক্ষেত্র বুকে
রবিকর খেলে সুখে,
যেন শুধু স্বর্ণক্ষেত্র দেখাইছে ছলে।

কি নীলিমা বিকশিত হয়েছে এ ধারে,
পুলককম্পিত সেই শ্যাম শস্য পরে।
সুনীল গগন তল,
শ্যাম পল্লবের দল,
ঘননীল শোভিতেছে ঊর্দ্ধ গিরিশিরে।

চেয়ে চেয়ে ভ'রে আসে যেন এ নয়ন,
সে জাগ্রত ভাব যেন ঘুমন্ত এখন ;
সে দৃশ্য মিশাল দূরে,
ঘন অন্ধকার পুরে
বিশ্ব যেন মিশে গেল ছবির মতন।

সরোজকুমারী

কৌমুদী

হাসরে কৌমুদি হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।

সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
লুকাইয়া চন্দ্রকোলে লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।

আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে।
যেখানে যখন পড়ে
প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদায়
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিংবা আছি স্বপনে !

আহা কি অমিয় খনি শরতের গগনে।
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি
যেই হেরি পূর্ণ শশী
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।

পড়ি কিরণের ধারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে
হৃদয়ের জ্বালা হরে।
কোথা যেন যাই চ'লে
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখদুঃখ নাহি থাকে স্মরণে।

হেমচন্দ্র

বাসন্তী পূর্ণিমা

বসন্তের পৌর্ণমাসী, কি শোভা ফুটিছে!
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ উঠিছে!
সুনীল আকাশ, নাই একটুকু রেখা;
ডুবেছে নক্ষত্র কোথা নাহি যায় দেখা।
উঠিছে জ্যোৎস্নার ঢেউ কাণীর কাণায়,
না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে যেন উছলিয়া যায়!
চন্দ্রের সে হাসিরাশি, প্রেমের কিরণ,
প্রসুপ্ত ধরার মুখে চন্দ্রের চুম্বন!
এমনি সে নিশি মরি মধুর-হাসিনী,
এমনি আনন্দময়ী, সন্তাপনাশিনী,—

প্রাণের আরামে কিম্বা দিবস ভাবিয়া
তরুকুঞ্জে থাকি পাখী উঠিছে ডাকিয়া।
ফুটেছে অগণ্য ফুল ; বায়ু মাতোয়ারা ;
খুলিয়া গিয়াছে যেন সুখের ফোয়ারা !
অঙ্গে লাগে-জ্যোৎস্না রস, নাসাতে সুঘ্রাণ
কি অপূর্ব্ব সুধা-রসে ডুবাইছে প্রাণ !
এমনি হইল বোধ ডুবিয়া সাঁতার
সেই রসে দেয় মন ! ভব-দুঃখ আর
মনে নাই ; সে সৌন্দর্য্যে ডুবিতে ডুবিতে,
কোথায় গেলেম আমি বহিনু মহীতে,
কিম্বা সে চন্দ্রিকা ধরি চন্দ্রেতে উঠিনু,
কিম্বা সে বায়ুর সনে ফুলে মিশাইনু !
কতই হইল রাতি, উড়িয়া বাহুড়
পড়িছে কলার গাছে করি হুড়হুড় ;
অদূরে আমের বনে বায়ু সরসর,
চিকিমিকি খেলে পত্রে সে সুধাংশু-কর ;
মড়মড় শুষ্কপত্রে বনজন্তু যায় ;
স্বপনে ডাকিয়া পাখী আবার ঘুমায়।
ব্রহ্মাণ্ডের সাঁ সাঁ রব বহে আসে কাণে ;
পরাণ ডুবিছে তাহে সে ডোবে পরাণে।

দেখেছি অনেক শোভা তেমনটী আর
দেখিব না ; নাহি দেখি তুলনা তাহার।

শিবনাথ

কাঙ্গালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
　　আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
　　দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
　　দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
　　শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ আসে, কেহ গান গায়,

কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখেব উপব পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মাব মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো, এ কেমন ধারা?
এত বাঁশি এত হাসি রাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,

তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন।”

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি’ গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে,
“আমি ত ওদের কেহ নই !
স্নেহ ক’রে আমার জননী
পরা’য়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক’রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।”

আপনার ভাই নাই বলে’
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ !
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ !

ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব ?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

রবীন্দ্রনাথ

আষাঢ়

নীল নব ঘনে, আষাঢ় গগনে,
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ।

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে ।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে ।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি ?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে ।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে ।

শোন শোন ঐ পারে যাবে বলে,
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?

খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।

ওগো আজ তোরা যাস্‌নেগো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
নাহিরে।
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘন ঘন
পথপাশে দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

রবীন্দ্রনাথ

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব মায়াবলে
বহুদিন অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,—
কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্ণমালা গলে।
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ-কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ-নীরে।
সুবর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে।—এ বাজী করি রে
শুভক্ষণে দিনকর কর-দান করে।

মাইকেল

যমুনাতটে

আহা কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে,
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকের পাঁতি শোভে তরু-শাখাপরে,
নিরিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগৎ ঘুমায় ;—
হেন নিশি এক আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

ভাসিয়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করি দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,—
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,—
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।

না জানি মানবমন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি!
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদ এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে,
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পুরিল,

কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

হেমচন্দ্র

প্রভাত চাতক

১

সরিছে আঁধার কালো,
ঊষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি ;
এত ভোরে কোন্ পাখি !
গাহিছ। আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ?

২

মধুর কাকলী মুখে,
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায়।
সুনীল গগন কোলে
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে।
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায়!

৩

কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ;
দেবতার শিশুগুলি
খেলে যথা হেলি দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?

৪

চিনেছি চিনেছি আমি
ওইযে চাতক তুমি,
প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব-ভাগে,
সুললিত গানে সবি মাতায়ে ভূতল !

৫

শুনি ও অমৃত গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃত ধারা ঢালিছে ধরায় ;

ছুটিছে অমৃত রাশি,
অমৃত হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত তুফানে যেন মন ভেসে যায়!

৬

হেন গান কোথা ছিল?
কে তোমারে শিখাইল?
কহরে চাতক! মোরে সেই সমুদয়;
আমিত বুঝেছি এই,
জগতজননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত, আর কারো নয়।

৭

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায়;
যাঁহার কৌশল বলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেইরে শিখায়।

৮

অমন মধুরে পাখি!
তাঁরেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ-দুয়ারে উঠি পরাণ খুলিয়া?

তুমি যে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া।

৯

তবে ভাই ! নেমে আয়,
দুজনে ডাকিব মা'য়,
বুঝিব বুঝিব সে মা কার ডাকে আসে ;
তোর ডাক সুধামাখা
আমার শুধুই ডাকা,
দেখি মা আমারে ভাল বাসে কিনা বাসে।

১০

আয় তবে আয় চলি !
দোঁহে হয়ে গলাগলি,
মায়ের 'মঙ্গল গাথা' গাই একবার ;
দূরে যাবে মলিনতা,
দূরে যাবে সব ব্যথা,
ভরিবে তাঁহার প্রেমে হৃদয়-আগার।

মানকুমারী

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ ; ধূর্জ্জটির জটে
ধূপছায়া শাটি-পরা জাহ্নবীর মত
মেঘ মাঝে মূর্ত্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার ;
শ্যাম-অঙ্গে রাখী সম শোভন সতত ;
হর্ষ-কলতান বিশ্বে তোল বারম্বার !
ইন্দ্রধনু, তুমি কি হে পুরাণ-বর্ণিত ?
কিম্বা রামধনু নাম যথার্থ তোমার ?
প্রজা-বৎসলের কর করি অলঙ্কৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার ?
রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য স্মৃতি চির-অমলিন।

সত্যেন্দ্রনাথ

কবিতা

অন্ধ যে, কিরূপ কভু তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি, সমভাব তার।
মনের উদ্যান মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম রত্ন।—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার—
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে। হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনী ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষিবেন, বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

মাইকেল

শারদীয় বোধন

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি অভিনব মূর্ত্তি, নবনীল পরি বেশবাস
আহ্বানিল কারে!
দীর্ঘধুরা মুছি আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি
নমিল তাঁহারে।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রত্যুষে
বিশ্বের দুয়ারে।

কূলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি;
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তাঁরে বনভূমি
হৃদয়-আসন;
পাখীরা আবেগ ভরে ছুটিল ঘোষণা করে
শুভ আগমন;
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্রে জানাইল নত করি শির
নীরব বোধন।

মহেন্দ্রের মায়াধনু ঝলসিল অমরাপ্রাঙ্গণে;
লাঞ্ছিত সুধাংশু পুনঃ শোভিলেন রাজসিংহাসনে
কিরীটকুণ্ডলে;

জাগি সঙ্গ তারাবালা পরাইল মণিমালা
প্রকৃতি-কুন্তলে ;—
মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজায়ে মধুরে
গম্ভীর ভূতলে !

প্রমথনাথ

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে ;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর—
করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদে শতদল। শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে—
কি আনন্দ ! পূর্ব্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,

আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব-ভকতি ?

মাইকেল

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি ! আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি ! এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে ।
বারোমাস তিতি, সতি ! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটী দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে !
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি ।"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।

মাইকেল

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ-দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি!
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে করে স্তুতি-ধ্বনি ;—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য! এ না মনে গণি
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে,
শোভ তুমি, বিভাবসু! মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী।
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি!
কোটী রবি শোভে, নিত্য যাঁর পদতলে!

মাইকেল

সূর্য্য

দেব দিবাকর, অন্ধকার হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
সেবিবে অচল ভকতি ভাবে ?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজ্জ্বলে,
সঙ্গীত-তরঙ্গ চৌদিকে উথলে ;
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে।
তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর
আনন্দে বরষি সুধাময় কর
সাজান যতনে অবনী অম্বর,
যেন সন্তাপিত মানব মন,
রজনীর শান্ত রসেতে রসিয়া,
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে ভুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে ঢলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন।
তোমার আদেশে জলধরদল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,

ছাইয়া নিমেষে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিলরাশি,
বিষম নিদাঘতাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুলকে পুরিতে ধরণীবাসী।
তোমার প্রভাবে হিমানীভবনে
জনমে তটিনী। তোমার পালনে
লভি পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি ধরাতলে প্রকাশ পায়,
সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সব হৃষ্টমতি,
ভোগের ভাণ্ডার উথলি যায়।
তোমারি আলোকমালায় ভূষিত,
তোমারি শোভায় সুন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত,
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্কচয় ;
যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,
ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে;

নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
    শৃঙ্খলে গ্রথিত যেন রে রয়।
তোমার প্রসূত অবনীমণ্ডল,
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুদল ;
আদিকালে তুমি আছিলে কেবল
    হৃদয়ে করিয়া এই জগত ;
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজবল,
করি দশ দিকে কত কীর্ত্তিস্থল,
    মানব কি ছার বুঝিবে তাবত।
এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি,
ওহে বিশ্ববীজ গগন বিচরি
করিতেছ কায দিবস শর্ব্বরী,
    প্রকাশি বিবিধপ্রকার বল ;
জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার,
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার,
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
    তুমি অবনীর এক সম্বল।
তুমি মেঘ রূপে বরষিছ জল,
তুমি কৃষিরূপে ধরিতেছ হল,

গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
        তুমি শস্যরূপে পুনঃ উদিত।
তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল
বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল
        তোমার মহিমা অপরিমিত।
প্রথমে যেমন করিলে সৃজন,
কালে কালে সবে করি আকর্ষণ,
পুনরায় নাকি করিবে গ্রহণ,
        জগত হইবে তোমাতে লয়;
আদিকালে তুমি আছিলে যেমন
পরিশেষে তুমি রহিবে তেমন,
এক, অদ্বিতীয়, অখিল কারণ,
        পুনঃ নব-সৃষ্টি-শকতিময়।

রাজকৃষ্ণ

নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে

কহ মোরে, কহ তুমি কল-কল রবে,—
ভুলে যদি কল্লোলিনী! না থাকে লো তোরে।
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে!
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি! দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভব-মণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ে যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তবে কি ধাতু না গলে?
কোথা সে, কোথা বা নাম, ধন, লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল-জলে।

মাইকেল

নবদ্বীপ

গঙ্গা-জলাঙ্গী-সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।
এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন,—কোথায় অকূল,
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল, বিপুল,

প্রমত্ত, প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি' ছেয়ে ছিল বঙ্গদেশ,—শত শত
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান বিধৌত করি তাহার নির্ম্মল
নীল জলরাশি দিয়া ; করিয়া সবল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ ভক্তিনম্র, মানবহৃদয় ;
কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ করি দূর ;
এই সেই নবদ্বীপপুর !

* * * *

সে দিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত
বাণীর বীণায় মৃদু মধুর অস্থির
উঠিত ঝঙ্কার—স্বচ্ছ শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোল কল্লোল সম। বিদ্যার অর্চ্চনা,
শাস্ত্রচর্চ্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত, মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে তার সঙ্গে সঙ্গে ;—

অন্ত এই শুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ, কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য ; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী, জ্ঞানী, গুণী, শত শত
নদীয়ায়। প্রত্যেক গলিতে বিদ্যালয়
পান্থশালা ছিল, এই নবদ্বীপময়।

পরে একদিন এই পণ্ডিতসমাজে
এই স্মৃতি-শ্রুতি-ন্যায়-নীতি-চর্চ্চা মাঝে,
এই কূটতর্কের আবর্ত্তে ;—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী
দুর্দ্দম বন্যার মত মধুর মৃদঙ্গে
সুমধুর হরিনাম ছাইল এ বঙ্গে।

হের এই সেই নবদ্বীপ, ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সেই জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে
তার পদরজঃ। লও শিরে লও তুলি,
প্রেম সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণ ধুলি ;
হোক্ সে পঙ্কিল আজি, বিলুপ্তবিভব,
বিহীন-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-প্রতিভা-গৌরব,

তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম।
অবনত কবি শির, প্রণম প্রণম।

দ্বিজেন্দ্রলাল

গার্হস্থ্য চিত্র

ফুট্‌ফুটে জ্যোছনায়   ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে,   জননী শুইয়া আছে,
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি,   জুঁই শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে,
প্রাচীরেতে সুশোভিতা,   রাধিকা ঝুমুকালতা
দুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়   বসন কাঁপায়ে যায়
ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল;
প্রশান্ত মুখের পরে   কালো কেশ উড়ে পড়ে
আলসেতে আঁখি ঢুল ঢুল।
মৃদু মৃদু ধীর হাতে,   আঘাতে শিশুর মাথে
গায় ঘুমপাড়ানিয়া গান।

মোহিয়া সুস্বর ভাষে   আকুল কি ফুলবাসে
পিঞ্জরে ধ'রেছে পাখী পিউ পিউ তান !
শিয়রেতে জেগে শশী   যেন সে সৌন্দর্য্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে আয় চাঁদ,   মা বলিছে আয় চাঁদ
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাহি ঘরেতে যাব   ছেলে কোলে নাই যাব,
যত কিছু সব ভার গিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি   চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মন মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি।
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে

দগধে আগ্নেয়-তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল-জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময়-মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে।
দেব নহে, কিন্তু গুণে দেবতার মত।

মাইকেল

রাণীর জোড়হাত

আমার মায়ের চক্ষে এক কোণে হাসিরাশি
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাক—"ঘোর কলি উপস্থিত ;—
মেয়ের আক্কেল দেখ্ তোর!
'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' ব'লে, পয়সা নেয় কত ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই,
খায় দেখ্ একেলা একেলা—

এই দেখ্ মজা দেখ্"— এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রাণীরে,
"আমারে সন্দেশ দাও"— রাণী কিন্তু আধখানা
আপনার গালে দিল পুরে।
বাকি আধখানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রাণী দিল খাওয়াইয়ে।
রাণীর ঠাকুমা ক'ন— "ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে!"
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি কচি হাত ধরি,
কহিলেন রাণীরে শাসায়ে,
"আমি বুঝি পর তোর দুধে দাঁতগুলি সব
নোড়া দিয়ে দিবরে ভাঙিয়ে।"
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রাণী
টানি লয়ে কচি হাত দুটি,
জোড় হাত করি আহা! 'দাঁড়ায়ে ঠাকুমা কাছে
কহে রাণী "জুঠ—পাঁওরুটি!"
শিশুর সে জোড়হাত, কৌশল কথার ছল
নিরখিয়া কাকারা হাসিল;
সতত দয়ার্দ্রচিত্ত, সরোজিনী পিসি তার,
কি ভাবিয়া, নীরবে কঁদিল!

এক পাশে ছিল বসি,   রাণীর জননী তথা,
বধূ মোর—হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়,   তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুই বিন্দু বারি !
রাণীর ঠাকুমা তবে   সাট্ সাট্ বলি আহা,
রাণীরে তুলিয়া নিলা কোলে।
কতই সোহাগ ভরে   কতই আদর ক'রে
চুমিলেন বদন-কমলে।
হে পাঠক হে পাঠিকা,   হেসোনা ব্যঙ্গের হাসি
দরিদ্রের ঘরের কথায়।
শিশু যদি ঢেলা মারে,   লাগে নাগো সে প্রহারে,
জোড় হাতে বুক ফেটে যায় !

দেবেন্দ্রনাথ

রাঙা চুড়ি

জনক আসিল বাড়ী   এনে দিল রাঙাচুড়ি
পূজাদিনে মেয়েটিরে তাঁর,
পরি তাই দুটি হাতে   সে আজ পুলকে মাতে
দেখায়ে বেড়ায় দ্বার দ্বার।

সানাই শুনিয়া কাণে   পূজার মণ্ডপ-পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
আঘাতে কাঁচের চুড়ি   একেবারে হলো গুঁড়ি
চেয়ে দেখে একি হায় হায়।
উঠিবেনা ধূলা ছাড়ি,   ফিরিবেনা আর বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার   জোড়া দেয় কাঁদে আর,
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলে বুকে   চুমা দিয়া বলে মুখে,
'এতে আর কিসের কাঁদন ?'
ভয়ে খুকী মুদে আঁখি,   মা তাহার বলিবে কি ?
নষ্ট হ'ল বহুমূল্য ধন !
পিতা কহে, 'মা আমার,   কেন মিছে কাঁদ আর ?
এনে দিব—ভারি এর দাম !'
থামিবে না কোন রূপে,   তবু খুকী ফুঁপে ফুঁপে
কাঁদিয়া চলিবে অবিরাম।
কে বুঝিবে তার ব্যথা ?   কহে সবে বাজে কথা,
মূল্য শুধু ভাবে পয়সায় ;
আকুল বাঞ্ছার যাহা   যত ক্ষুদ্র হোক্ তাহা,
মিলিবে কি হাজার টাকায় ?

সমগ্র বালিকা-প্রাণ   চুড়ি সনে খান খান !
দাম দিবে কেবা বল তার ?
এমন পূজার দিনে   সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে গো সকলি আঁধার !

কালিদাস

শ্রাবণে

সারাদিন একখানি   জলভরা শ্রান্ত মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসিয়া গবাক্ষ ধারে   সারাদিন আছি চেয়ে,
জীবনের আজি অবকাশ !
গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে,   তরুগুলি হেলে দোলে,
ফুলগুলি পড়িছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি   মাটিতে পড়িছে ঝুলি,
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া শব্দ নাই,   পথে লোক জন নাই,
হেথা হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজে ঘাস বন হ'তে   ফড়িং লাফায়ে ওঠে
জলায় ডাকিছে ভেকদল।

চাতক ছাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক জল
বেড়াতেছে উড়িয়া আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কম্পিত বাতাসে ভাসে
ঢাকা ধরা শ্যাম কুশ-কাশে।

দীঘিটি গিয়াছে ভ'রে সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ঘায় বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে
আধ ফোটা কুমুদ কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
শ্রেণী দিয়া মরালেরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা
লুকাইছে কভু দাম ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে আছে দুটি দুটি
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে,
ক্বচিৎ বা গ্রাম্য বধু শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁখে
তরুশ্রেণী তল দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশথতলে ভিজিছে একটি গাভী
টোকা মাথে যায় কোন চাষী।

ক্বচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নব শ্যাম ক্ষেতে কচি ধান গাছগুলি
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলেতে লুটিছে জল টলমল থল্ থল্
বুকে বায়ু থর্ থর্ নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে আছে অন্ধকার
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
ঘরে বসে মুড়ি দিয়া গৃহস্থ স্ত্রীপুত্র সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়!

অক্ষয়কুমার

নীতি-কবিতা

মানুষ কে ?

নিয়ত মানস ধামে একরূপ ভাব,
জগতের সুখে দুখে, সুখ দুখ লাভ।
পরপীড়া পরিহরি পূর্ণ পরিতোষ,
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ।
নাহি চায় আপনার পরিবার-সুখ,
রাজ্যের কুশল কার্য্যে সদা হাস্য মুখ।
কেবল পরের হিতে প্রেমলাভ যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

নাহি চায় রাজ্য-পদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন।
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন।
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে,
মাতা পিতা জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে।
সকলে সমান মিত্র, শত্রু নাহি যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী,
সর্ব্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী।
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে,
পর্ব্বত সলিল হয় রসনার রসে।
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে,
অঙ্গীকার অস্বীকার নহে কোন ক্রমে।
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

মঙ্গলের প্রতি শুধু প্রেম অতিশয়,
কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয়,
পরিবার পরিহৃত আশা পরিক্রমে,
জীবের কল্যাণ হেতু নানাস্থানে ভ্রমে।
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই,
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই।
সতত গলায় পরে করুণার হার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

চেষ্টা-যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব ;
আলস্য তাদের কাছে রণে পরাভব,

ইঙ্গিতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে,
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা,
যতনে হৃদয়ে তার বাসনার বাসা।
স্মরণ স্মরণমাত্রে আজ্ঞাকারী যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

ঈশ্বরচন্দ্র

আত্মপ্রতি দৃষ্টি

এক দিন ভ্রমণের ছলে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম নির্ঝরের তীরে।
মনোহর সে নির্ঝর নিরমল জল,
নিরন্তর ঝরিতেছে করি কল কল।
ভেসে যায় স্রোতে কত তৃণ অনিবার,
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
অনুক্ষণ কুল কুল ধ্বনি শুনা যায়,
যেন সেই তৃণদল কহিল আমায়—
"আমাদের গতি তুমি কি কর ঈক্ষণ?
ক্ষণেক স্বকীয় গতি ভাবনা সুজন।

ভাসি এ নির্ঝর-নীরে আমরা যেমন,
সময়ের স্রোতে তুমি ভাসিছ তেমন।
কোথা ছিলে, কোথা এলে, দেখহ ভাবিয়া
এখনো সুস্থির নও, যেতেছ ভাসিয়া।
প্রথমে বালক ছিলে সুকুমারমতি,
এখন তরুণ বেশ মোহন মুরতি ;
কালে হবে কাল কেশ তুষার বরণ,
গলিত হইবে চর্ম্ম, স্খলিত দশন।
পরে কোথা ভেসে যাবে কে বলিতে পারে ?
আত্মপ্রতি দৃষ্টি নাই বাখানি তোমারে।"

কৃষ্ণচন্দ্র

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে খুদ কুক্কুট পাইল
একটী রতন,—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক কহিল ;—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন বুঝি দুটি নাই।"

হাসিয়া কুক্কুট শুনি—"তণ্ডুলের কণা
বহু মূল্যতর ভাবি, কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ তোর মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
  জ্ঞানশূন্য করিল গোঁসাই।"
  এই ক'য়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল কভু সে কি জানে ?
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাণে।

মাইকেল

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল

কাজে যদি করা হয় কর তবে ভাই।
মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই ॥
শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক সার।
ছিটে ফোঁটা নাহি তার জলের সঞ্চার্ ॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইলে কার্য্য হিতকর ॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব-বিধান তায় কোন মতে নয় ॥

কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥ ১২

ঈশ্বরচন্দ্র

রূপ ও গুণ

জগতে সুন্দর অতি যাহা যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি চম্পকের ফুল।
সুদল সু[illegible] করে অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড় মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে করে না বিহার॥

ঈশ্বরচন্দ্র

নীতিকুসুমাঞ্জলী

(১)

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত। ৪

(২)

গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হ'লে প্রয়োজন। ৬

(৩)

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয় ?
তাহে যা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয় ?
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধু-জন-ধন ॥ ১০

(৪)

পশ্চিমে উদিত যদি হন্ দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমলনিকর।
অচল্ সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ॥ ১৪

রঙ্গলাল

(সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ)

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে।

নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি' সৃজিল তোমারে।
মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া !
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী, হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি' গাভীদলে, রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ ;
শুন ধনি, রাজ-কার্য্য দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি' খায়, কেহ পড়ি' নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে, সদা আসি' সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবনে,
মধুমাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে।
তুমি কি তা' জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি, কত পাখী বাঁধে আসি,
বাসা এ আগারে।

ধন্য মোর জনম সংসারে।
কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী;
নিন্দ বিধাতায়, তুমি, নিন্দ বিধুমুখি।"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে;
আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি' ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
মহাবাতে মড়মড়ি,' রসাল ভূতলে পড়ি,'
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুঃসহ দর্প বনস্থলে!
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচ-শির জনে;
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

মাইকেল

সাধক

চিনি চিনি চিনি তোরা নিঠুর পাষাণ,
ছোঁবনা ছোঁবনা আমি তোদের পরাণ;

গুণে গুণে কথা কবি
আপনা ঢাকিয়া র'বি,
বাড়াবি গরব নিজ, করি শতখান।
গরিবের হৃদি বলে
শেষে দিবি পায়ে দলে
আমার সবে না কভু অত অপমান।
নেবনা নেবনা আমি তোদের পরাণ।

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি
আমারে দিওনা বিধি।
চাইনে এ জগতের রাজত্ব-সম্মান ;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা
কয়না সাজানো কথা,
জানেনা যোগাতে মন করি নানা ভাণ,

প্রাণ খোলা মন খোলা
আপনি আপনা ভোলা,
তার স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—উষার রবি,
কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত বায়ু পাপিয়ার গান ;
আনন্দে—শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কাণেকাণ।
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ।

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ
নীচতার অনুরোধ,
তার ব্রত—সত্যরক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
চাহেনা নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;

জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয় নিশান।
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।

আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,
ছিঁড়িয়াছে মোহপাশ,
ছয় রিপু চির-দাস,
নরনারী ভাই বোন, নাহি অন্যজ্ঞান;
চাহিতে মুখের পানে
সংকোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব মাখা সে পূত বয়ান।
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ।

আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ,
পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে,
চির আত্ম বিসর্জ্জন চির আত্মদান।
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা বয় দুনয়নে,
হৃদিতলে সদা চলে প্রেমের তুফান।

সে নয় স্বতন্ত্র কেহ
বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ।
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ।

আমি চাই বিশ্বোদার উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগত ভরা এক ভগবান;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়ের সন্তান।
মরমে মহত্ত্বপূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান;
ন্যায়তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী গুণীর সম্মান;

অনুতপ্ত অশ্রুধার
কখন সহে না তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ;
বিশ্বের উন্নতি-আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান,
মরতে সে দেবোপম
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান,
আমি সাধি সাধনা, সে দেবতার প্রাণ !

মানকুমারী

নম্রতা

কহিল কঞ্চির বেড়া ওগো পিতামহ,
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল। ৪
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোন মতে ?

রবীন্দ্রনাথ

শক্তের ক্ষমা

নারদ কহিল আসি, হে ধরণী দেবী,
তব নিন্দা করে নর তব অন্ন সেবি'।
বলে মাটী, বলে ধূলি, বলে জড় স্থূল,
তোমারে মলিন বলে অকৃতজ্ঞ কুল।
বন্ধ কর অন্ন জল, মুখ হোক্ চুন,
ধূলা মাটি কি জিনিষ বাছারা বুঝুন।
ধরণী কহিলা হাসি, বালাই বালাই,
ওরা কি আমার তুল্য, শোধ লব ভাই?
ওদের নিন্দায় মোরে লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ।

রবীন্দ্রনাথ

টীকা

কথা-কবিতা

১। সিদ্ধার্থের দয়া—

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত "অমিতাভ" নামক কাব্য হইতে এই কাহিনীটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেবের নাম। সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করিতে হইবে ইহাই তাঁহার প্রধান উপদেশ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে সেই কারণে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। জীবের প্রতি দয়ার ভাব কিরূপে সর্ব্ব প্রথমে সিদ্ধার্থের মনে আসিল, এই কাহিনীতে তাহাই পাওয়া যায়।

পংক্তি ৬—কুমার-অঙ্কে—সিদ্ধার্থ রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন, সুতরাং রাজকুমার ছিলেন।

৮ ও ১০—'প্রথম' ও 'প্রস্রবণ' এই দুইটি শব্দে ছন্দের মিল রক্ষিত হয় নাই, 'ম'য়ের সহিত 'ণ'য়ের মিল উত্তম মিল নহে।

৯-১০—বহিল প্রথম এই ইত্যাদি—যে করুণার উৎস পরে সকল জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা প্রথমে এই ঘটনাতেই উৎসারিত হইয়াছিল।

১৯—দেবদত্ত—সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র ও সহচর ছিলেন।

২। মস্তক-বিক্রয়—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "কথা" নামক কাব্য হইতে এই কথা-কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৭-২৮— লক্ষ্মী কেবলমাত্র ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিতে চাহেন, ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়াও চাহেন না।

৩। জলঝড়ে—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার রচয়িতা।

৭—শতকুটী বস্ত্র—শত স্থানে যে বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে।

২০—উভে—উভয়কে, দুই জনাকে।

৭২—শবাস্থির প্রায়—মৃত দেহের হাড়ের মত।

৪। নগর-লক্ষ্মী—

ইহা কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

৪—ক্ষুধিতেরে ইত্যাদি—সেবাধর্মের অর্থ যে ক্ষুধার্ত্ত তাহাকে অন্ন প্রদান করা।

১৭—ভাল—কপাল।

২৭—লাজনত্র—লজ্জায় নত।

২৮—অনাথপিণ্ডদ—বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

৫। করুণাময়ী—

কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ইহার রচয়িতা।

৬। সন্তানক—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি কর্ত্তৃক রচিত। স্নেহ ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বিচার করে না, ইহাই এই কবিতার মর্ম্ম-কথা।

১—সাঁঝে—সন্ধ্যায়।

২৬ – ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মাগীর ছেলের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প; কারণ উভয়ের সমাজের পার্থক্য রহিয়াছে। যেখানে মিল হওয়া কঠিন, সেখানে হঠাৎ মিল দেখিতে পাইলে তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করে।

২৮—যে দরজার খিল খুলিয়া দেওয়া অসম্ভব, সেই, অসম্ভব স্থানেও যদি খিল খুলিয়া যায়, তখন মানুষের বিস্ময় বোধ হয়।

৭। চৈতন্যের সন্ন্যাস—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত।

'নিমাই', 'গোরা', 'গৌরাঙ্গ', 'চৈতন্য' প্রভৃতি নানা নামে শ্রীচৈতন্য অভিহিত ছিলেন। চৈতন্যের মাতার নাম শচী, স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।

৪২—কেশব ভারতী—ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসী হইয়া কাটোয়াতেই ছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু।

৪৫—'নিশিতে' ডাকিলে—স্বপ্নে লোকে কাহারও ডাক শুনিয়া নিদ্রিত অবস্থায়ই সেই ডাক অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাকে নিশিতে ডাকা কহে। ইহা অপদেবতা বা ভূতের কার্য্য এইরূপও মনে করা হয়।

৮। বুদ্ধের উপদেশ—

ইহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "অমিতাভ" নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬—বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী।

৪০—রাত্রির অন্ধকারের ছায়া যেরূপ জগৎকে ভীষণ কালো করিয়া দেখায়, তদ্রূপ তিনিও জগৎকে মৃত্যুর ছায়ার দ্বারা আবৃত দেখিলেন।

৫৫—কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল আছে; সেই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য মানুষ জন্মজন্মান্তর লাভ করে। এই যে মানুষ নিজের কর্ম্মের পাকে নিজে ঘুরিতেছে, ইহাকেই 'কর্ম্মচক্র' বলা হইয়াছে।

৯। স্পর্শমণি—

ভক্তমাল নামক হিন্দীভাষায় রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে এই আখ্যায়িকা গৃহীত হইয়াছে ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

১—সনাতন—রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এই দুই ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য মধ্যে গণ্য ছিলেন।

২—নাম—হরিনাম বা কৃষ্ণনাম।

৩—ভাগ্যহত—ভাগ্য কর্ত্তৃক হত; হতভাগ্য।

২৯—ফুকারিয়া উঠে—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে।

পৌরাণিক-কবিতা

১। অন্নদার আত্মপরিচয়—

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত "অন্নদামঙ্গল" নামক প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত। অন্নপূর্ণা দেবী যখন আন্দুলগ্রামনিবাসী ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাইতেছিলেন, তখন পথে ঈশ্বরী পাটনীর প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার নৌকায় ভাগীরথী পার হন ও তাহার নিকট কৌশলে আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

২—পাটনী—খেয়ার মাঝি।

১৩—গোত্রের প্রধান পিতা—গোত্র অর্থে কুলও বুঝায় পর্ব্বতও বুঝায়।

১৩—মুখবংশজাত—মুখোপাধ্যায় বংশ; 'মুখ' অন্য অর্থে শ্রেষ্ঠ বুঝায়।

১৪—পরম কুলীন—সৎকুললক্ষণাক্রান্ত; অন্য অর্থে পৃথিবীর কথায় ব্যস্ত—শাস্ত্র ব্যাখ্যায় ব্যস্ত।

১৪—বন্দ্যবংশ—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ; 'বন্দ্য' অন্য অর্থ বন্দনীয়।

১৫—পিতামহ—পিতার পিতা; পিতামহ 'ব্রহ্মা'রও এক নাম।

১৬—অনেকের পতি—অনেক পত্নীর পতি; ত্রিভুবনপতি।

১৬—বাম—বিমুখ; বামদেব শিবের অন্যনাম।

১৭—অতি বড় বৃদ্ধ—প্রাচীন বয়স্ক; যাহার বড় আর কিছুই নাই, অনাদ্যনন্ত।

১৭—সিদ্ধিতে নিপুণ—ভাং খাইতে নিপুণ ; জীবকে মোক্ষ প্রদানে নিপুণ।

১৮—কোন গুণ নাহি—গুণহীন ; ত্রিগুণাতীত বা নির্গুণ।

১৮—কপালে আগুন—এক অর্থে গালাগালি অন্য অর্থে শিবের তৃতীয় নেত্র।

১৯—কুকথা—বিশ্রী কথা ; পৃথিবীর কথা।

১৯—পাঁচমুখ—এক অর্থে গালাগালি, শিবের অন্য নাম পঞ্চানন।

২০—দ্বন্দ্ব—কলহ ; মিলন।

২১—ভূত—প্রেত ; প্রাণী।

২২—পাষাণবাপ—এক অর্থে গাল ; অন্য অর্থে হিমালয়, হিমালয় অমর।

২৩—হিমালয়ের পুত্র 'মৈনাক' পর্ব্বত—সমুদ্রে ডুবিয়া আছে।

২৪—যে মোরে ইত্যাদি—যে আমার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে, আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি।

৩৮—সেঁউতি—নৌকার জল সেচনের জন্য পাত্রবিশেষ।

৫২—অষ্টাপদ—সোণা।

২। হরপার্ব্বতীর গৃহস্থ অবস্থা—

কবিকঙ্কণ চণ্ডী নামক প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

১—সারি—ঘুটি।

২—রাঙ্গী ইত্যাদি—রাঙ্গা ঘুটিগুলা আপনি লইল, কালো ঘুটিগুলা পদ্মাবতীকে দিল।

৩—পাটী—হাতীর দাঁতের যে সামগ্রীতে পাশার দান ফেলে।

৩—দশ দশ—বোধ হয় তখনকার স্ত্রীলোকেরা যে পাশা খেলিত, তাহা দশ পঁচিশের ন্যায় হইবে।

৪—মেনকা—পার্ব্বতীর মাতা।

৯—গণাই—গণেশ।

১৮—জামাতার পাকে—জামাতার নিমিত্তে।

২৮—তথি—তথায়।

৩০—পুতিলাম কাঁটা—অগম্য করিলাম।

৩৬—লোচনের লোহ—চক্ষের জল।

৪১—উজান ভাটী—স্রোতের অনুকূল দিক ভাটী, স্রোতের প্রতিকূল দিক উজান; এই হেতু উজান ভাটী বলিলে উত্তর দক্ষিণ বা পূর্ব্ব পশ্চিম উভয়ই বুঝায়।

৪১—কোচের বাটী—কোচ নামক নিম্নজাতির আবাসস্থান।

৪৭—স্বর্ণের খই দেয়—বোধ হয় ছুতারেরা পূর্ব্বে খই ভাজিত।

৫০—গুয়া—সুপারি।

৫৫—ধাওয়া ধাই—দৌড়াদৌড়ি।

৬০—সেহ তো রজনী—সেই রজনী।

৩। রাম ও সীতার বনে গমনোদ্যোগ—

কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

৭—ভুঞ্জ—ভোগ কর।

১৩—অনুজ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৪১—প্রমাদ—বিপদ।

৪৮—স্ত্রীবশ—স্ত্রীর বাধ্য।

৬২—খণ্ডিয়া—অতিক্রম করিয়া।

৬৪—কটক—সৈন্যদল।

১০৩—আন—অন্য।

১১৬—বিধাতানির্ব্বন্ধ—বিধাতৃনির্ব্বন্ধ শুদ্ধ পদ। বিধাতার লিখন।

১৩০—জীয়ে—বাঁচে।

১৩৪—পাসরিবে—ভুলিবে।

৭। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সম্বাদ—

কাশীরামদাস বিরচিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

৩৪—অবক্তব্য—যাহা বলা উচিত নয়।

৭৭-৭৮—ধর্ম্ম আচরণ ধর্ম্মের জন্যই করিতে হইবে, অন্য কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে নহে। ফললাভের ইচ্ছা যাহার থাকে সে ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা করে।

৫। অশোকবনে হনুমানের সীতা দর্শন—

কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

৯—নেহালে—দেখে।

১৭—চেড়ী—দাসী, রক্ষিণী।

৭৬—কন্দর্প—মদনদেব।

৬। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর—

কাশীরামদাস প্রণীত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

৪৩—মনসিজ—কন্দর্প।

৪৪—পরশরে প্রতি—কাণকে স্পর্শ করিয়াছে।

৪৬—মুখরুচি—মুখের দীপ্তি।

৪৭—বন্ধুজীব—বাঁধুলি ফুল।

৪৮—খগরাজ—গরুড়।

৮০—যাজ্ঞসেনি—দ্রৌপদীর অন্য নাম।

৭। সীতা ও সরমার কথোপকথন—

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

২—রাঘববাঞ্ছা—সীতাদেবী।

৭ ৯—হায়রে যেমতি ইত্যাদি—যে খনি গর্ভে সূর্য্যকিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই খনি-গর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ আভাহীন।

১০—রমা—লক্ষ্মী।

১০—অম্বুরাশি—সমুদ্র।

১৭—বীচিরবে—তরঙ্গশব্দে।

১৮—এ দুঃখকাহিনী—সীতার দুঃখবার্ত্তা।

২০—সমল—মলযুক্ত।

৩৯—সীমন্তে—সিঁথিতে।

৫২—সেই সেতু ইত্যাদি—অলঙ্কার নিক্ষেপ-স্বরূপ যে সেতু অর্থাৎ আমার অলঙ্কার সকল পথে দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন।

৮৯—মধু—বসন্তঋতু।

৯২—বৈতালিক—স্তুতিপাঠক।

৯৬—করভ—হস্তিশাবক।

৯৮—চিত্রিত—নানা বর্ণযুক্ত।

১১০—আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরে পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়।

১১৯—ইচ্ছি—ইচ্ছা করি।

১২০—প্রিয়ম্বদা—মধুরভাষিণী।

১২০—কাদম্বা—কলহংসী।

১২৪—প্লাবন—বন্যা।

১২৯—অমরপুরে—রাক্ষসপুরে।

১৩৪—গৌরকররাশি বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে গৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণসমূহ দেখিয়া ভাবিতাম যেন, দেবকন্যা সকল গৌরকরবেশে পদ্মবনে কেলি করিতেছেন।

১৩৮—অজিন—চর্ম্ম।

১৪৮—ব্রততী—লতা।

১৬০—সে সঙ্গীত—সঙ্গীতরূপ বাক্যধ্বনি।

১৬৬—বনস্থলে তমোময়—অন্ধকারপূর্ণ কাননে।

৮। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি—

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত "রৈবতক" কাব্যের সপ্তম সর্গ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন শুনিতেছেন।

১১—শৃঙ্গ—শিঙ্গা।

২৬—গোবর্দ্ধন—একটী পর্ব্বতের নাম।

৩৫—অনুকারি—গিরি গোবর্দ্ধনে প্রতিধ্বনি হইত।

৫৬—শ্যামলী ইত্যাদি—গাভীর নাম।

৬৭—বলাকা—বকশ্রেণী।

৭৭—ত্রিদিব—স্বর্গ।

৮০—দুই ভাই—কৃষ্ণ বলরাম।

৯। লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল—

মেঘনাদবধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ।

৩—বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা।

৩—তুরঙ্গম—ঘোড়া।

১০—ঘন—মেঘ।

১৬—বালিবন্ধ—বালির বাঁধ।

১৭—গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া।

১৮—শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।

২৫—কুমার—কার্ত্তিকেয়।

৩৫—শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়।

৪৩—স্নেহেন—স্নেহ করেন।

৫১—কটক—সৈন্য।

৫৪—প্রসরণ—বেষ্টন।

৫৫—নিরস্তিলা—নিরস্ত করিল।

৫৯—পার্থ—অর্জ্জুন।

৬২—শচীশ্বর—ইন্দ্র।

৭৬—কুলিশী—ইন্দ্র।

৭৭—দম্ভোলি—বজ্র।

৮৩—মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।

১০২—পুত্রহা—যে পুত্রকে মারে

১১৪—কলত্র—স্ত্রী।

১২০—চাপ—ধনু।

১৪২—সপন্নগ—সসর্প, সর্পসহিত।

১০। বৃত্রসংহার—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বৃত্রসংহার" কাব্যের শেষ সর্গ হইতে উদ্ধৃত।

বৃত্রাসুর শিবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বলে বলী হইয়া দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল। স্বর্গোদ্ধারের নিমিত্ত দধীচিমুনি নিজদেহ হইতে অস্থিত্যাগ করেন, সেই অস্থিদ্বারা বজ্র প্রস্তুত হয় এবং সেই বজ্রের সাহায্যে ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুর বধে সমর্থ হয়েন।

১—জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র।

১১—জলদবর্ণ—মেঘের ন্যায় বর্ণ যাহার।

১৭—পরেতপতি—প্রেতপতি, যম।

৫৩—স্যন্দন—রথ।

৫৬—অভ্র—মেঘ।

৫৮—অয়স—লৌহ।

৬৪—হয়—ঘোড়া

৮০—বিমান মার্গে—আকাশের পথে।

১২৪—ইরম্মদ—বজ্র।

১২৫—আবর্ত্ত, পুষ্কর—ভিন্ন ভিন্ন মেঘের নাম।

১২৭—ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

১৩৮—ঐন্দ্রিলা—বৃত্রের স্ত্রী।

১১। কুরুক্ষেত্র—

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন রচিত "কুরুক্ষেত্র" কাব্য হইতে উদ্ধৃত। অভিমন্যু বধের পর কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবিরের অবস্থার বর্ণনা।

২—মহাবেলা—সমুদ্রতট।

১৪—সস্মিত—সহাস্য।

১৭—সুলোচনা—অভিমন্যুর ধাত্রী মাতা।

১৮—উত্তরা—অভিমন্যুর স্ত্রী।

৩৭—বীরশোক ইত্যাদি—বীর অশ্রু বর্ষণ করিয়া শোক প্রকাশ করেন না, তরবারির ঝনঝন শব্দে তাঁহার শোক প্রকাশিত হয়।

গীতি-কবিতা

১। গোচারণ—

প্রেমদাস কর্ত্তৃক রচিত।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় গোচারণের সময়ে রাখালদের সহিত ও গাভীদের সহিত তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল।

৫—শ্রীদাম সুদাম—রাখালদের নাম

১৯—কানাই বা শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া পশুপক্ষী সকলেই চেতনা পাইয়াছিল। পশুপক্ষীও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল।

২। গোষ্ঠলীলা—

বলরাম দাস কর্ত্তৃক রচিত।

২—বাছুরী—বাছুর, গোবৎস।

৩। মগরা নদীতে ঝড়বৃষ্টি—

কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত। ধনপতি সওদাগর বাণিজ্যের নিমিত্ত সিংহলদ্বীপ যাত্রার কালে মগরা নদীতে এই ঝড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১—উরিল—প্রকাশ পাইল।

১—চিকুর—বিদ্যুৎ।

৪—চারিমেঘে—পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মেঘের নাম।

১০—ডিঙ্গা—নৌকা।

১৩—পরিচ্ছেদ নাহি—সন্ধ্যা, দিন ও রাত্রির মধ্যে প্রভেদ যেন নাই।

১৪—জৈমিনি জৈমিনি—মেঘ গর্জ্জনের সময় জৈমিনি জৈমিনি স্মরণ করিলে বজ্রপাত নিবারিত হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে। জৈমিনি—বজ্রনিবারক ঋষিবিশেষ।

১৪—ছৈঘর—নৌকার উপরে যে ঘর বাঁধিয়া রাখে।

১৭—ঝনঝনা চিকুর—বজ্র বিদ্যুৎ।

৪। জননী কর্ত্তৃক শিশুর রোদন শান্তি—

কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত।

৭—খণ্ড—খাঁড়, গুড় আর চিনির মাঝের অবস্থা।

৭—চুয়া—সদ্‌গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য বিশেষ।

১১—নায়—নৌকা।

১৩—বায়—বাজন করে।

৫। শ্রীচৈতন্যের শৈশব—

লোচনদাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

২—ধার—ধারা।

৫—নিতি—নিত্য।

১১—খটি—আবদার।

১৮—সোসর—সদৃশ।

৬। কৈলাস গিরি—

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত "অন্নদামঙ্গল" হইতে উদ্ধৃত।

১৩—মৃগপালে পাল ইত্যাদি—কৈলাস পর্ব্বতে হরিণের পাল চরিয়া বেড়াইতেছে এবং ব্যাঘ্র তাহাদের রাখাল হইয়াছে।

২১—সমধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি—সেখানে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সমান, কার্য্য এবং অকার্য্য সমান—কারণ সেখানে উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র বৃহতের কোন অসমতা নাই; সমস্তই এক।

৭। গৌরীর রূপ—

মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক রচিত।

৪—বন্ধুক—বাঁধুলি ফুল।

২২—সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

৮। যক্ষের আলয়—

মেঘদূত হইতে অনূদিত অংশ।

এক যক্ষ তাহার প্রভু কুবের কর্ত্তৃক এক বৎসরের জন্য রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিনে সেই যক্ষ বিরহে কাতর হইয়া মেঘকে দূত করিয়া তাহার ভবনে সংবাদ লইয়া যাইতে অনুরোধ করে। তজ্জন্য সে তাহাকে নিম্ন ভবনের বিবরণ দিয়াছিল।

৯। বসন্ত—

কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

৪—দুকূল—রেশমী কাপড়। পল্লবদুকূল—পাতা দিয়া প্রস্তুত, শুভ্র বস্ত্র।

১০। বঙ্গে শরৎ—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত।

৪—ঝলিছে—উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিতেছে।

১১। নিদাঘনিশীথ ভ্রমণ—

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "সদ্ভাব শতক" হইতে উদ্ধৃত।

১—নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল।

২—আস্য—মুখ।

২৬—চিন্তা সখীসহ—চিন্তাকে সহচরী করিয়া।

৬১—প্রাবৃটকালে—বর্ষার সময়।

৭৮—ভবজনমন—পৃথিবীবাসীর মন।

৮৮—তামসী—রাত্রি।

৯৬—তোমা চেয়ে ইত্যাদি—শিল্পের সৌন্দর্য্যকে যাহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করে।

১২। বঙ্গভূমির প্রতি—

মাইকেল মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া ইউরোপে যাইবার সময়ে এই কবিতা মাতৃভূমির উদ্দেশে রচনা করিয়াছিলেন।

২—শমনদমন—বিপদ, যথা মৃত্যু।

৩—মধুহীন—মধুশূন্য, মধুসূদনের স্মৃতিশূন্য।

৪—কোকনদ—পদ্ম।

১৩—শ্যামা—শ্যামবর্ণ, জন্মদে—জন্মভূমি।

১৩। মা আমার—

শ্রীমতি কামিনী রায় প্রণীত 'আলো ও ছায়া' হইতে উদ্ধৃত।

৬—নিয়োজিতে—নিযুক্ত করিতে।

১৪। আশা-কানন—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'আশা-কানন' নামক রূপক কাব্যের আরম্ভ-অংশ হইতে উদ্ধৃত।

৭—সিকতা—বালুকা।

সৈকত—তট।

১০—মুকবি কঙ্কণ—কবি মুকুন্দরাম।

১৪—ভারত—কবি ভারতচন্দ্র।

১৬—গউড়বাসী—বঙ্গবাসী।

৪৪—পাসরিনু—ভুলিলাম।

১৫। রজনীতে পর্য্যটন

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

৪—কনক মণ্ডল—স্বর্ণমণ্ডল।

৫—চকোর—চকোর চন্দ্রের সুধা পান করিয়া থাকে, কবিগণ এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।

১৭—খদ্যোত—জোনাকী।

২০—তারাগণে ব্যঙ্গ করে তারা—তাহারা তারাগুলিকে উপহাস করিতেছে।

৩৭—শর্ব্বরী—রজনী।

১৬। আকাশ—

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক রচিত।

১৭। কপোতাক্ষ—

মাইকেল যশোহর জেলার অধিবাসী ছিলেন—কপোতাক্ষ নদ তাঁহার স্বগ্রামের নদ।

৮—জন্মভূমি মাতৃস্বরূপা, তাঁহার স্তন হইতে যে দুগ্ধ-স্রোত নির্গত হয়, তাহাই কপোতাক্ষের ধারা।

১১—নদনদীগুলির রাজা সমুদ্র, তাহারা সমুদ্রকে যেন জলরূপ রাজকর দিতে যায়।

১৮। বসন্তে একটী পাখীর প্রতি—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী হইতে উদ্ধৃত।

২—মাধব—বসন্ত।

৩—মঞ্জু—সুন্দর, মনোজ্ঞ।

৯—হেমন্ত এ দেশে নির্দ্দয়—ফরাসী দেশে।

১৯। গ্রাম্যপথে—

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী কর্ত্তৃক রচিত।

১০—স্নেহসিক্ত—রসসিক্ত।

১১—কোলের রমণী—কোল জাতীয় অসভ্য রমণী।

২০। কৌমুদী—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত।

১৫—অমিয় খনি—সুধার খনি।

২৫—চন্দ্র যেন কোন স্বর্গলোকে মনকে লইয়া যায়।

২১। বাসন্তী পূর্ণিমা—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত।

৫-৬—রাত্রিকালে আকাশের কালীমাকে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ ঘুচাইয়া দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে, যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাহাকে আর ধরে না।

২১। কাঙ্গালিনী—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২২। আষাঢ়—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২—ধবলী—গাভীর নাম।

১২—গোহালে—গোয়ালে বা গোষ্ঠে।

২৩। সায়ংকাল—

মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

এই সুন্দর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় কবি সূর্য্যাস্তের কালে সূর্য্যকিরণ মেঘে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা উৎপন্ন করে তাহারি নানা রূপ কল্পনা করিতেছেন।

৩—কাদম্বিনী—মেঘমালা।

৫—অঙ্গনা বিলাসী—স্ত্রীলোকে অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে।

২৪। যমুনাতটে—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭—পাঁতি—পংক্তি।

৮—নিরিবিলি—নির্জ্জনে।

ধ্রুবতারা—এই তারা সর্ব্বদাই এক স্থানে থাকে ; দিক্ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ইহাই সম্বল ; এই ভব-সাগরে যাহাদের সে সম্বলও হারাইয়াছে।

১৬—প্রকৃতি যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে এমন আর কেহই নহে।

২৫। প্রভাত-চাতক—

১১-১২—প্রভাত-চাতককে স্বর্ণবিন্দু ও সজীব পুষ্পের সহিত উপমা দেওয়া হইতেছে।

২৬। রামধনু—

কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক রচিত।

১—আখণ্ডল—ইন্দ্র।

৪—শিবজটা হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছিল, পুরাণে এইরূপ বলা হয়।

ধূর্জ্জটি—শিব।

১১—প্রজা-বৎসল—রামচন্দ্র

২৭। কবিতা—

মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

৭—উরি—অবতীর্ণ হইয়া।

২৮। শারদীয় বোধন—

২— অভিনব—নূতন

৩—দীগ্বধূরা—কবিরা সকল দিকের বধূ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহারা মঙ্গল কামনা করে।

১৫—মহেন্দ্রের মায়াধনু—রামধনু

১৬—ঢাকিত ইত্যাদি—এতকাল চন্দ্র মেঘে আবৃত ও মলিন ছিলেন।

২৯। আশ্বিন মাস—মাইকেল।

১—সুশ্যামাঙ্গ—সুন্দর শ্যাম অঙ্গ যাহার।

৫—বচনেশ্বরী—সরস্বতী।

৩০। বিজয়া দশমী—মাইকেল।

৩১। সূর্য্য—মাইকেল

বঙ্গদেশে সূর্য্য দেবতারূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৭—বিভাবসু—সূর্য্যের অন্য নাম।

৩২। সূর্য্য—কবি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত।

৯—সূর্য্যের করস্পর্শে চন্দ্র উজ্জ্বল হয়, নতুবা পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্র জ্যোতিহীন পদার্থ।

৩৫—তোমারি বলেতে ইত্যাদি—সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই সকল পদার্থ নিরূপিত পথে ভ্রমণ করে।

৩৬—শশাঙ্কচয়—পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় অন্য কোন গ্রহেরও চন্দ্র াছে।

৪১—তোমারি প্রসূত অবনীমণ্ডল—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের এই মত য, সূর্য্য ফাটিয়া যে ভগ্নাংশ সমস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল গ্নাংশ এক্ষণে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ রিতেছে।

৪৮—এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি—যে পদার্থ অবস্থাভেদে উত্তাপ য়, অবস্থাভেদে আলোক হয়, কবি তাহাকে তেজ বলিয়াছেন—এই তজের মূলাধার সূর্য্য।

৫৪—যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার—তেজ আর বল একই পদার্থ। াই প্রযুক্ত প্রকৃতিসৃষ্ট ও মানবসৃষ্ট যন্ত্রসমূদয়ের দ্বারা যে নানা প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, সেই সকল যন্ত্রে সূর্য্যতেজ াচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে।

৬২-৬৩—তাহে চালাইতে ইত্যাদি—বাষ্পীয় যন্ত্রের অগ্নিগৃহে কয়লা দেয়। কয়লা পুড়িলে তাহার উত্তাপে যন্ত্র চলে। কয়লার ভিতরে তাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে না থাকিলে তাহাকে আগুণ জ্বালাইতে পারে না। এই তাপ কয়লার ভিতরে কেমন করিয়া আসে? যে সকল আদিম বৃক্ষ সূর্য্যতেজ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই অঙ্গার হইয়া ধরণীগর্ভে রহিয়াছে—এবং তাহাদের মধ্যে সেই তেজ সঞ্চিত রহিয়াছে। কয়লাতে সূর্য্যতেজের সেই সঞ্চয় প্রকাশ পায়।

৬৮-৬৯—সৌরজগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সূর্য্যমণ্ডলই ছিল এবং পরে য়েত কেবল সূর্য্যমণ্ডলই থাকিবে।

৩৩। শিবমন্দির—মাইকেল।

সকল কীর্ত্তিই জগতে অস্থায়ী ইহাই এই কবিতার সার কথা।

৩৪। নবদ্বীপ—

৩-৪ ঝড়ের সময় সমুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ উপকূল ভাসাইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তির তরঙ্গ বাঙ্গলা দেশকে এক সময় ভাসাইয়াছিল।

২৫—নবদ্বীপে বিদ্যার চর্চ্চা ছিল বলিয়া তখন নানা দেশের বিদ্বান লোকদিগের সহিত ও বিদ্যার পীঠস্থানগুলির সহিত নবদ্বীপের ভাবের আদান প্রদান চলিত।

৩৫। গার্হস্থ্য চিত্র—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কর্ত্তৃক রচিত।

৩৬। বটবৃক্ষ—মাইকেল।

৩৭। রাণীর যোড়হাত—

কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত।

৩৮। রাঙ্গাচুড়ি—

কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কৃত।

৩৯। শ্রাবণে—

কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল কর্ত্তৃক রচিত।

এই কবিতাটিতে বর্ষাকালে বাঙ্গলা দেশের পল্লীর একখানি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

নীতি-কবিতা।

১। মানুষ কে?—

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত।

২০—এমনি বাক্যের সুমিষ্ট রস যে পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিগলিত হয়।

২। আত্মপ্রতি দৃষ্টি—

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রচিত।

৯—লক্ষণ—দেখা।

৩। কুক্কুট ও মণি—মাইকেল।

কুক্কুট যেরূপ মণির মূল্য বুঝে না, মূর্খ সেইরূপ বিদ্যার মূল্য বুঝে না।

৪। বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল—ঈশ্বর গুপ্ত।

৫। রূপ ও গুণ—ঈশ্বর গুপ্ত।

৬। নীতিকুসুমাঞ্জলী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪—পরভৃত—কোকিল।

৭। রসাল ও স্বর্ণলতিকা—মাইকেল।

৮। সাধক—মানকুমারী।

১-২—যাহারা সাধক নহে কবি তাহাদের প্রাণকে গ্রহণ করিতে চাহেন না।

কবিতাগুচ্ছ

৯। নম্রতা—

১০। শক্তের ক্ষমা—

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কণিকা' নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

কবি-পরিচয়।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল—

১২৭৩ সালে কলিকাতায় জন্ম। 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' 'এষা' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—

'সংবাদ প্রভাকর' নামক বঙ্গভাষার অতি আদিম এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২১৩ সালে ইঁহার জন্ম, ১২৬৫ সালে মৃত্যু। ইঁহার রচিত অনেক নীতিকবিতা আছে, শ্লেষাত্মক কবিতাও যথেষ্ট আছে।

শ্রীমতী কামিনী রায়—

বঙ্গের স্ত্রীকবিদিগের মধ্যে প্রধানা। 'আলো ও ছায়া' 'নির্মাল্য' প্রভৃতি ইঁহার কাব্য।

শ্রীকালিদাস রায়—

আধুনিক কবি। নানা মাসিক পত্রে ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়।

কাশীরাম দাস—

মহাভারত পদ্যে লিখিয়াছেন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন।

কৃত্তিবাস—

রামায়ণ পদ্যে লিখিয়াছেন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—

"সদ্ভাব-শতক" নামক কাব্যের রচয়িতা। কয়েক বৎসর হইতে পরলোকগত হইয়াছেন।

শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী—

বঙ্গের স্ত্রীকবিগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 'অশ্রুকণা' ইঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন—

"অশোকগুচ্ছ" প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ কবি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কবি অপেক্ষা দার্শনিক বলিয়া অধিক বিখ্যাত। "স্বপ্নপ্রয়াণ" ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

পরিহাসরসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতরচয়িতা, কবি। ইঁহার বহু গ্রন্থ আছে। কিছুকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র সেন—

"পলাশীর যুদ্ধ," "কুরুক্ষেত্র," "রৈবতক," "প্রভাস" প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা। চট্টগ্রামে জন্ম। ১৮৪৩—১৯০৯ জীবিত ছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—

"অন্নদামঙ্গল," "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা—কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী—

আধুনিক কবি। 'পদ্মা' 'গীতিকা' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা।

প্রেমদাস—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

বলরাম দাস—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ইঁহার পদ-রচনা অতিশয় সুললিত ও সুমিষ্ট।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

সুবিখ্যাত "মেঘনাথ বধ কাব্যে"র রচয়িতা। ১৮২৪—১৮৭৩ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনা করেন।

মানকুমারী—

বঙ্গীয় স্ত্রীকবিগণের মধ্যে অন্যতমা ও সুপরিচিতা। "কাব্য-কুসুমাঞ্জলী" ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—

বঙ্গের প্রাচীন কবি। ষোড়শ শতাব্দীর লোক। 'চণ্ডী' কাব্য প্রণেতা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি—

আধুনিক কবি। "লেখা" "রেখা" প্রভৃতি কাব্যের প্রণেতা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী' প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, প্রবন্ধ-রচয়িতা, বহুগ্রন্থের প্রণেতা। বঙ্গসাহিত্যের সকল বিভাগেই ইঁহার রচনা দেখা যায়। ইঁহার কাব্য বঙ্গদেশে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল সভ্য দেশে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া ইনি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—

'মিত্রবিলাপ' কাব্য ইঁহার রচনা।

লোচন দাস—

বৈষ্ণব কবি।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—

"বঙ্গসুন্দরী" প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যের রচয়িতা।

পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী—

"নির্ব্বাসিতের বিলাপ" "পুষ্পমালা" প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

আধুনিক কবি।

'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

"বৃত্রসংহার" "কবিতাবলী" প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বহু বৎসর হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।